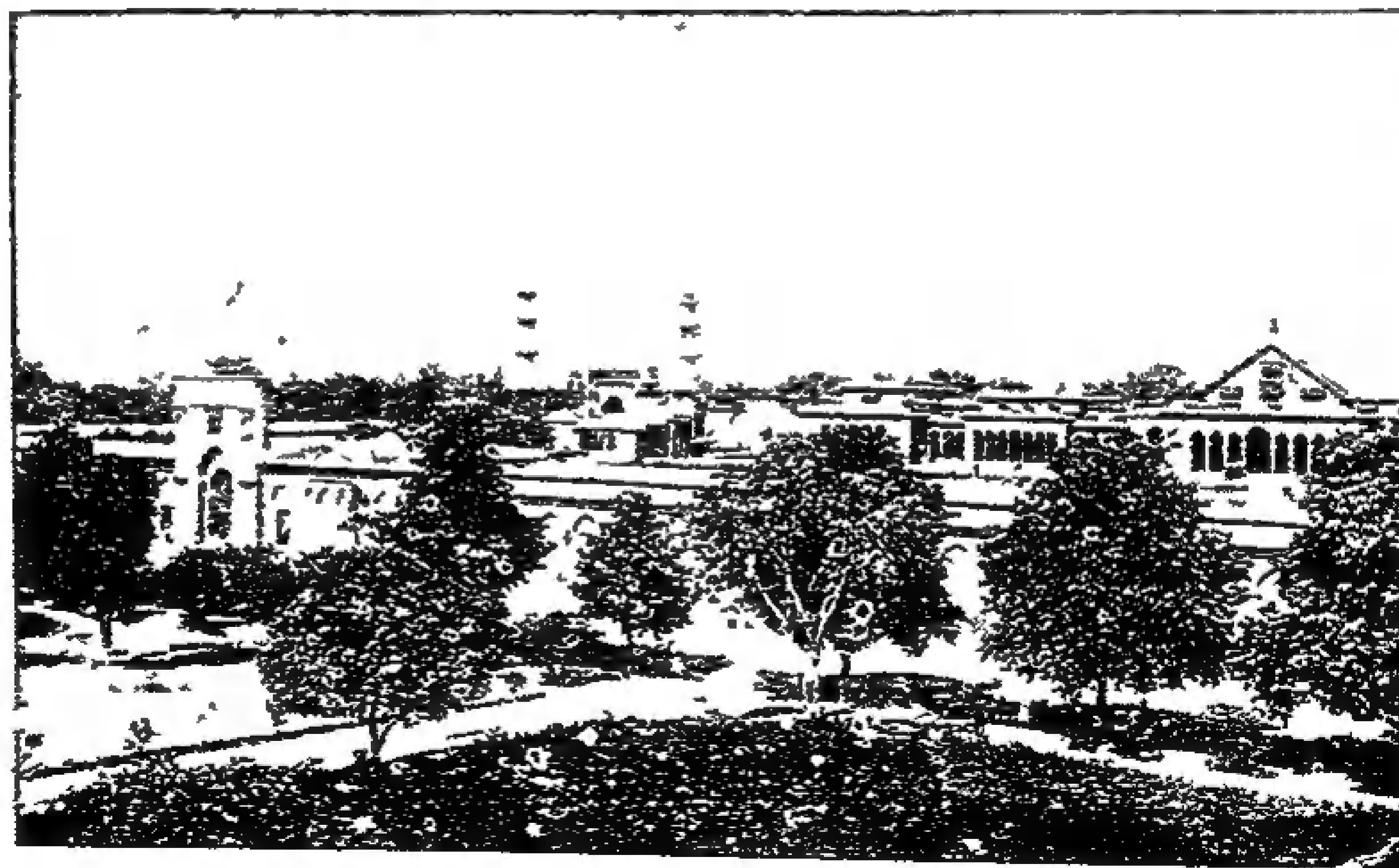


আলিগড় কলেজ

আহ্‌মদ-চরিত।

জগতে যশস্বী যদি হইবারে চাও,
পুণ্যভূমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও
সংকল্প-বিটপি-মূলে সাধনার জল
সিঞ্চহ, ফলিবে তবে সুখসিদ্ধিফল।

নোয়াখালী হইতে
শ্রীআবদুল ওদুদ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩১৮

মূল্য ৵০ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

পরম স্নেহাস্পদ আহ্‌মদ, মাহ্‌মুদ ও মজিবুল্লা

পরম স্নেহাস্পদেষু—

জননী-জঠর জাত মোরা সাত ভাই,
জ্যেষ্ঠের হইল কাল, চিহ্ন মাত্র নাই
সে শোক না নিবারিতে ফিরিল শমন,
নিদয় এমন হায় নিদয় এমন
মায়ের হৃদয়খানি করি চুরমার,
হরিল অলক্ষ্যে তাঁর তোদেরে আবার।
নিঠুরের মোহে পড়ি নিঠুর হইলে,
দূর দেশ হ'তে আর গৃহে না ফিরিলে।
নাজানি কি ব্যথা পে'য়ে হৃদয় কন্দরে,
জীবন আঁধার করি গেলে সুরপুরে।
সুবিশাল সুরলোক সুখের শরণ;
নিয়তি-নিয়ন্তা সনে নিয়ত মিলন
স্বরগ অপ্সরা তোরে সতত সাধেরে,
পার্থিব কি দিয়ে আমি তোষিব তাদেরে?
স্নেহের পুতলি তোরা, স্নেহের আধার,
লও করে মম এই স্নেহ উপহার

তোমাদের স্নেহের

শ্রীআবদুল ওয়াহেদ।

ভূমিকা।

সংসারে শ্রেষ্ঠ মানবজাতি হইতে ইতরপ্রাণী কীটাণুকীট পর্য্যন্ত, প্রত্যেকের মধ্যে অধ্যবসায় ও যত্নের প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হয়। সংকল্পই কার্য্যের ভিত্তিভূমি। যে উপায়ে এই সংকল্প সিদ্ধির পথে পরিচালিত হয়, তাহার নাম যত্ন বা উদ্যোগ। কার্য্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ উদ্যোগের নামই সাধনা। এই সাধনার তারতম্যভেদে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও কীর্ত্তি, বিভিন্নদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে, বিভিন্নভাবে, লোকহৃদয় বিমুগ্ধ ও লোকলোচন পরিতৃপ্ত করিতেছে। পক্ষান্তরে অসংখ্য মানবজীবন বারিধিবক্ষস্থিত জল বুদ্বুদের ন্যায় জন্ম লাভ করিয়া, অনন্ত কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতেছে। স্বনামে প্রসিদ্ধ সার সৈয়দ আহ্‌মদ প্রথমোক্ত শ্রেণীর জ্বলন্ত কীর্ত্তিমান পুরুষসিংহ। তিনি যে কল্পনাতীত কার্য্যের অনুষ্ঠানে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন, অনুষ্ঠিত কার্য্যে গভীর সাধনা ও অভিনিবেশই তাহার প্রধান কারণ। তিনি সাধনায় যেন তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সাধনাবলে কিরূপে দুষ্কর কার্য্য সুসম্পন্ন করতঃ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান যুবকগণকে,—বিশেষতঃ মুসলমান সমাজকে—চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং অমর হইয়া গিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমার অক্ষম হস্ত ইহাতে কি পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন। আশা

করি, যুবকবৃন্দ তাঁহার কার্য্যময় জীবনের মঙ্গলময় প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া, সাধু কর্ম্মের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং শত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া সৎসাহসপূর্ণ হৃদয়ে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে

প্রায় সার্দ্ধ বৎসরাধিক কাল অতীত হইতে চলিল, মৎপ্রণীত আহ্‌মদচরিতের পাণ্ডুলিপিখানা গৃহের কোণে অযত্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছিল; কেননা ইহা সমাজের চক্ষে দর্শনযোগ্য এবং সুলেখকগণের মনঃপূত হইবে কি না, তদ্বিষয়ে আমার আত্মবিশ্বাস ছিল না কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে নোয়াখালী জিলা স্কুলের বর্ষীয়ান্ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন একমাত্র তাঁহার এবং কতিপয় প্রিয় ছাত্রের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, আজ উহা সমাজের সম্মুখে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি তিনি স্থানে স্থানে ইহার ভাষাগত ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী

বিনীত
শ্রীআবদুল ওয়াহেদ
সহকারী শিক্ষক,
নোয়াখালী জিলা স্কুল।

১লা জানুয়ারী
ইং ১৯১১

আহ্মদ চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক সময় ওম্মিয়া এবং আব্বাস্ বংশীয় খলিফাগণের অত্যাচারে ও অবিচারে, ফাতেমা বংশীয়দিগের আরবে অবস্থান দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহাদের অনেকেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, সুদূর প্রদেশে গমন করেন। সেই অরাজক সময়ে, স্যর সৈয়দ আহ্মদের পূর্ব্বপুরুষগণ, ইরাণ প্রদেশস্থ প্রাচীন দামেগান নগরে প্রস্থান করেন। তথা হইতে তাঁহারা

পরিশেষে সুযোগ ও সুবিধামতে হিরাত নগরে বসতি স্থাপন করিলেন। আলমগিরের রাজত্ব কালে, উক্ত বংশোদ্ভব সৈয়দ মোহাম্মদ দোস্ত নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ভারতবর্ষে আগমন করেন তিনি বহুকাল সম্রাটের সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকিয়া, অবশেষে হিরাত নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করত অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন তদীয় পুত্র সৈয়দ বোর্‌হান, স্বীয় তনয় সৈয়দ এমাদকে সঙ্গে লইয়া, ভারতবর্ষে আগমন করেন ও দিল্লী নগরে * বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ এমাদের সৈয়দ হাদিও সৈয়দ মেহ্‌দী নামে দুইটী পুত্র ছিল সম্রাট আজিজুদ্দিন আলমগীরের (দ্বিতীয় আলমগীর) রাজত্বকালে, সৈয়দ হাদি জওয়াদআলীখান ও জওয়াদ দ্দৌলা † উপাধি প্রাপ্ত হন। সৈয়দ মেহ্‌দীও উক্ত সেনাপতি-পদ ও কোববাদআলীখান উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষিণাপথে নিযুক্ত হন। তিনি দক্ষিণাপথেই প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্ব সময়ে,

* কান্যোজের রাজা দেহলুর নামানুসারে দিল্লী নগরীর নামানুকরণ হইয়াছে ৩২৮ খ্রীঃ পূর্ব্বে রাজা পুরুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধকালে, দেহ্‌লুর মৃত্যু সংঘটিত হয় কাহারও মতে অযোধ্যার রাজা দিলীপের নামানুসারে দিল্লী নগরী হইয়াছে।

† ৫০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি

সৈয়দ হাদি দিল্লীতে দেহ ত্যাগ করেন সৈয়দ হাদি কবি ছিলেন তাঁহার রচিত পারসী গ্রন্থাবলী সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে অতর্কিতরূপে বিনষ্ট হয়। সৈয়দ হাদির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মির তকী, দরবারে আম ও দরবারে খাসে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন শাহ্‌আলম তাঁহাকে তদীয় পিতৃ উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলে, তিনি অনাবশ্যক বোধে উক্ত উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মিরতকী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন তদীয় তনয় সৈয়দ আহ্‌মদের বয়স ঊনবিংশ বৎসর মাত্র। এই সময়ে বাহাদুরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন তিনি তাঁহাকে আরেফজঙ্গ উপাধি প্রদান করিলেন। সৈয়দ আহ্‌মদ রীতিমত কোনও স্কুল বা কলেজে অধ্যয়ন করেন নাই স্বীয় জননীই তাঁহার প্রথম শিক্ষয়িত্রী দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তদীয় মাতা তাঁহাকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন তিনি দিবাভাগে যাহা পড়িতেন, রাত্রিকালে মাতার নিকট তাহা পুনরাবৃত্তি করিতেন তিনি যদিও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন না, তথাপি অপূর্ব্ব প্রতিভা-বলে পাশ্চাত্যজ্ঞান ও বিজ্ঞানালোক সম্যক্

রূপে তাঁহার হৃদয়ে সম্প্রসারিত হইয়াছিল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহ্মদ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের অমতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে, দিল্লীর সদরআমিন আফিসে বিচার বিভাগের সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, তিনি আগ্রাবিভাগের কমিশনর হ্যামিণ্টন সাহেবের আফিসে নায়েবমুন্সীর পদে উন্নীত হন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফতেপুর সিক্রীর সবজজের পদে নিযুক্ত হন এবং তথা হইতে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুনরায় দিল্লীতে বদ্‌লী হন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক দিল্লী নগরীর প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় এই গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিল পুরাতত্ত্ববিষয়ক ইতিহাসে তিনি খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর ১৪২ জন হিন্দু ও ৫৯ জন মুসলমান সম্রাটের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তদীয় ইতিহাসে বহুসংখ্যক নগর ও দুর্গের বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহার অসীম প্রতিভা ও গুণপনায়, তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যপদে নিয়োজিত হন

সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈয়দ আহ্‌মদ ইংরেজ-দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে যখন মিরাটের সিপাহীদিগের বিদ্রোহ সংবাদ, বিজনৌরে পঁহুছিল, তখন সেক্সপীয়ার সাহেব তাঁহারই সাহায্যে শতসংখ্যক অশ্বারোহী ও সামান্য সংখ্যক পদাতিক পাঠান সৈন্য দ্বারা, একটী ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোরাদাবাদ ও বেরিলি হইতে তিনি দৈনিক সংবাদ আনয়ন করিতেন। মে মাসের শেষভাগে যখন বিদ্রোহিগণ বিজনৌরের জেইল আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তিনি নগ্নপদে গমন করিয় জেইলের অধ্যক্ষকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন রুরকি হইতে আগত নবাব মাহ্‌মুদ খাঁ যখন বিজনৌর আক্রমণ করিয়া, তথাকার ইংরেজদিগকে সমূলে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যখন উন্মুক্ত তরবারিহস্তে বিদ্রোহিগণ ইংরেজগৃহপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান, আর গৃহাভ্যন্তরে ইংরেজ স্ত্রীপুরুষগণ ভীতিবিহ্বলচিত্তে অর্দ্ধমৃতবৎ, তখন একমাত্র বীরহৃদয় অসমসাহসিক সৈয়দ আহমদের সাহায্যেই তাঁহার আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন তিনি ইংরেজ অধিবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন বটে ;

কিন্তু স্বয়ং বিদ্রোহীদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এবং অশেষবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, সেপ্টেম্বরের শেষভাগে দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইংরেজগণ কর্ত্তৃক উহা পুনরধিকৃত হইয়াছিল। তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বিদ্রোহিগণের উপদ্রবে সর্ব্বত্রই শ্রীশূন্য; পূর্ব্বের সজীবতা কিছুই নাই অতঃপর স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া জানিলেন যে, তদীয় জননী শত্রুকর্ত্তৃক প্রপীড়িতা হইয়া, স্বীয় অশ্বপালকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি তথায় গমন করিলে, জননী পুত্রকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "তোমার আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; বৎস, তুমি কি হেতু এই মহা শ্মশান ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ? তোমার জীবন প্রদীপও শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইবে। সুতরাং সত্বর এই স্থান পরিত্যাগ কর"

আত্মীয় স্বজনের বিনাশ সাধন শ্রবণে ও জননীর এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে, সৈয়দ আহ্মদ শোকে ও দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনর্গল শোকাশ্রু বিগলিত হইয়া, বক্ষস্থল প্লাবিত করিয়া

ফেলিল অবশেষে স্বীয় জননীকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, বিবিধ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জননী পাঁচদিন যাবৎ অন্নাহার করেন না বিন্দুমাত্র জল পান এবং অশ্বখাদ্য (বুট প্রভৃতি) খাইয়া কঙ্কালসার হইয়াছেন।' ইহা শ্রবণ মাত্র তিনি দ্রুত পাদবিক্ষেপে ইংরাজ দুর্গাভিমুখে গমন করিয়া, তথা হইতে এক পাত্র জল সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমন কালে তদীয় মাতার জনৈক জীর্ণ-শীর্ণদেহা পরিচারিণীকে দেখিতে পাইলেন কিয়দ্দিবসাবধি জলাভাবে ওষ্ঠাগতপ্রাণ ও শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি প্রথমতঃ তাহাকে কিঞ্চিৎ জলপান করাইলেন হতভাগিণী পরিচারিণীর প্রাণ-পাখী ক্ষণকাল পরেই শীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল তৎপরে সৈয়দ আহ্‌মদ জননীর প্রাণরক্ষার্থ দ্রুতবেগে গমন করিলেন জননী পুত্রহস্তে জলপান করিয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন অনন্তর তিনি স্বীয় জননীকে সঙ্গে করিয়া মিরাট প্রস্থান করিলেন কিন্তু তদীয় মাতা বিদ্রোহীদিগ-কর্তৃক যেরূপ প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই কষ্ট ও মানসিক যাতনায় তাঁহাকে আর অধিক দিবস জীবন

ধাবণ করিতে হইল না। মিবাট পঁহুছিবার এক মাস পবে তিনি ভবধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। সৈয়দ আহ্‌মদের পিতৃব্য ও পিতৃব্য তনয়গণ দিল্লীতে শিখ সিপাহীদিগের হস্তে নৃশংসভাবে নিহত হন সুতবাং এই দুঃসময়ে তিনি কিরূপ বিপদাপন্ন ও দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইযাছিলেন, পাঠকগণেব নিকট তাহা সহজে অনুমিত হইবে। এই গোলযোগে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেব অমূল্য জীবন ব্যতীত প্রায ত্রিশ সহস্র টাকা মূল্যেব দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইয় ছিল

সিপাহী বিদ্রোহের সময ইংবেজদিগের সাহায্যকল্পে তিনি যেরূপ নিঃস্বার্থপবতা, অসীম সাহসিকতা ও উচ্চ হৃদযেব পবিচয় প্রদান কবিযাছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য তাঁহাকে ও তদীয জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মাসিক ২০০ টাকার একটি বিশেষ বৃত্তি ও তদ্ব্যতীত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটী শিবস্ক, দুইটী শিরস্ত্রাণ, একটী অঙ্গরাখা, এক জোড়া শাল, একটী কটিবন্ধ, একটী দেহাববণী, এক ছড়া মুক্তার হাব ও এক খানা তরবারি সম্বলিত উপঢৌকন প্রদান করেন সৈযদ আহ্‌মদ যেরূপ ইংরেজদিগেব সহাযতাকল্পে স্বীয জীবন উৎসর্গ কবিয়া ছিলেন, সেইরূপ ভাবতীয বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমানও

আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিয়া, তাহাদের পরিবার ও রাজ্য রক্ষ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন জাকারিয়া খান পিলিভিতের ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবারকে রক্ষা করেন আবদুল্লা খান স্বীয় অধীন সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র রাখিয়াছিলেন বিদ্রোহীদিগের হস্তে আত্মীয় স্বজন প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান স্বীয় পদে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই রামপুরবাসী ওলানী মোহাম্মদ খান, মাহ্‌বুবুল্লা খান, সায়ফুল্ল খান, আবদুল করিম খান, সৈয়দ নুর খান, গোলামজমিন খান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পাঠানগণ ইংরেজ রাজপুরুষদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন মোহাম্মদ হোসেন, উইলসন সাহেবের এবং শেখ শর ফুদ্দিন এডওয়ার্ডস্ সাহেব ও তদীয় পরিজনবর্গ এবং ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে একমাস পর্য্যন্ত স্বীয় ভবনে আশ্রয়দান করিয়া, উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষ করিয়াছিলেন যখন বিদ্রোহিগণ ইংরেজ মাত্রকেই সংহার ও নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন দিল্লীনিবাসী নবাব নবীবক্স খান এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন গাজীপুর জিলাস্থ বালিয়ার ডেপুটী কালেক্টার শেখ খয়রুদ্দিন, বিজ-

নৌরেব ডিপুটী কালেক্টাব মোহাম্মদ বহ্মত খান ও তহসিলদার মির তোবাব আলী, বাহবাইচেব তহসিলদার সৈয়দ জামিনআলী, বুদেল খণ্ডের তহসিলদার সাবেত আলী ও ফাতেহপুব সিংগীব তহসিলদার এরশাদ আলীর প্রযত্নে বহু ইংরেজ পরিবার অকাল-কালকবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল ভারতব্যাপী উক্ত অরাজকতার সময়ে এইরূপ শত সহস্র রাজভক্ত মুসলমানেব হস্তে ইংরেজ পরিবাবের জীবন ও ধনমান রক্ষিত হইয়াছিল অনেকে এইরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিযাছিলেন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতেই সৈয়দ আহ্‌মদ স্বজাতির উন্নতি-চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহেব পর তিনি মুসলমানদেব শিক্ষোন্নতি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন তিনি ভাবিলেন, মুসলমান সমাজ যে শিক্ষ প্রাপ্ত হইতেছে, সময়েব গতি অনুসারে ইহা অসম্পূর্ণ ও অপ্রচুর মুসলমানগণ কেবল তর্ক শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, আরবী সাহিত্য ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনায জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি তৎসঙ্গে ভূগোল শাস্ত্র, আধুনিক বিজ্ঞান ও বিভিন্ন

জাতির ইতিবৃত্তে জ্ঞানার্জ্জন অত্যাবশ্যক বোধ করেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্ব প্রথমে মোরাদাবাদে আধুনিক ইতিহাস শিক্ষা প্রদানার্থ একটী স্কুল স্থাপন করেন গত ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরের সবজজের পদে বদ্‌লী হন তথায় তিনি বাইবেলের টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুযারী গাজীপুরে 'অনুবাদ সমিতি' নামক একটী সমিতির গঠন করেন পরে ঐ সমিতি "আলীগড় বৈজ্ঞানিক সমিতি" নামে অভিহিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, তিনি কলিকাতা নগরে মুসলমান শিক্ষা সম্বন্ধে যে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অভ্যাগত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমরা ইদানীং অন্যান্য জাতি হইতে কি হেতু এত পশ্চাতে পতিত হইয়া রহিযাছি, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য এক পক্ষে আমরা যেমন প্রাচীন কালের দর্শন শাস্ত্রে, বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যায় গভীর জ্ঞানার্জ্জন করিয়া উপকৃত হইতেছি, পক্ষান্তরে নব্য যুবকগণ আধুনিক উন্নতিপ্রাপ্ত যে সমুদয় জ্ঞান লাভ করিয়া যশস্বী হইতেছে, তত্তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া যাইতেছি সুতরাং এই বিষয়ে

আমাদের একবার চিন্তা করা কর্ত্তব্য ফরাসি ও জর্ম্মাণ ভাষায় নানাবিধ বৃহৎ গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঐ সমুদয় গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে ফরাসি জর্ম্মাণ ও অপরাপর ভাষায় দক্ষতা লাভ করা আমাদের পক্ষে সুদূর পরাহত হিন্দুস্থান এখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে সুতরাং আমার বিবেচনায় ইংরেজী ভাষায় মনোনিবেশ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয় যখন বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আমরা অগ্ন্যুপাসক পারস্যবাসীর পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেছি, তখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। আরও একটী প্রধান বিষয়ে মুসলমানগণ ক্রমাগত অবহেলা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের ইতিহাস পাঠ না করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়া যাইতেছেন কিরূপে পতিত জাতি উন্নতি-শৈলের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছে, কিরূপে অত্যাধিক ক্ষমতাশালী উন্নত ও সুসভ্য জাতি অবনতির অতলগর্ভে পতিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছেন সুতরাং অস্মদ্বিবেচনায় মদীয় স্বদেশবাসীর উন্নতির নিমিত্ত

প্রাচীন ও আধুনিক জাতির ইতিহাসে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সৈয়দ আহ্মদ আলীগড়ে বদ্‌লী হইলেন। তথায় তদীয় ঐকান্তিক উদ্যোগে শিক্ষাবিষয়ক একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ আহ্মদ উক্ত সভায় মুসলমান শিক্ষা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ জ্ঞান গম্ভীর বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ক্রমাগত সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া, মুসলমানদিগকে ইংরেজী শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি আলীগড় বৈজ্ঞানিক সমিতির ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে স্বীয় বক্তৃতার শেষভাগে বলিলেন :—"ইংলিশ ম্যান পত্রিকায়, উত্তর পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে দেশীয় লোকের অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপনার্থ লণ্ডনে যে একটী সমিতি ও যুক্তপ্রদেশে উহার একটী শাখাসমিতি স্থাপিত হইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, আমি অন্তরের সহিত উহার পক্ষ সমর্থন করি।" তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র বহুসংখ্যক অর্থসাহায্যদাতা উক্ত

সমিতিতে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব নাম তালিকাভুক্ত করিলেন সৈয়দ আহ্‌মদ উক্ত সমিতির সেক্রেটারীপদে নির্ব্বাচিত হইলেন

শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধে সৈয়দ আহ্‌মদের আন্তরিক যত্ন ও ঐকান্তিক আগ্রহ দর্শনে, ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স তাঁহাকে মেকলের গ্রন্থাবলী ও একটী স্বর্ণপদক প্রদান করেন উক্ত পদকে "স্বদেশবাসীর মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জ্যোতি বিস্তারকল্পে, ভারতেশ্বরীর রাজভক্ত ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী সৈয়দ আহ্‌মদের অনবরত যত্ন ও কৃতকার্য্যতা বশতঃ ভারতের রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রকাশ্য দরবারে ইহা প্রদত্ত হইল আগরা, ২০শে নভেম্বর ১৬৬৬।" এই বাক্যটী খোদিত ছিল। "স্বদেশবাসীর মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যালোক বিস্তারার্থ আলীগড়ের প্রধান সদর আমিন মৌলবী সৈয়দ আহ্‌মদ বাহাদুরের সর্ব্বজন বিদিত যত্ন বশতঃ তাঁহাকে এই গ্রন্থাবলী প্রদত্ত হইল আগরা ২০শে নবেম্বর ১৮৬৬ " মেকলের গ্রন্থাবলীর উপর রাজপ্রতিনিধির স্বহস্তলিখিত এই বাক্যটী ছিল

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সার সৈয়দ আহ্‌মদ বারাণশীতে বদ্‌লী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি সমাজের জন্য যাহা

করিয়াছেন, তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না অবশেষে স্বীয় পুত্র সৈয়দ মহ্মুদকে ক্যাম্ব্রিজ কলেজে শিক্ষা প্রদানার্থ এবং উত্তর পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশে তদ্রূপ একটী কলেজ স্থাপন করিবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য, তদ্বিষয় নিরাকরণার্থে, স্বয়ং তৎসঙ্গে গমন করিতে মনস্থ করিলেন এই সময় তাঁহার বয়স ৫২ বৎসর সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্ব সাধারণ মুসলমানের শিক্ষোন্নতির জন্য এইরূপ সুদূর সমুদ্রপথে গমন করিবার প্রবল আগ্রহ দর্শনে, কার না হৃদয় উৎসাহিত হয়?

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল সৈয়দ আহ্মদ স্বীয় পুত্রদ্বয় সৈয়দ মাহ্মুদ ও সৈয়দ হামেদকে * সঙ্গে করিয়া বোম্বাই নগর পরিত্যাগ করিলেন, এবং কিয়দ্দিবস পরে তাঁহারা লণ্ডনে উপনীত হইলেন তথায় তাঁহাদের আবাসস্থান নির্ব্বাচিত হইল মে মাসের শেষভাগে গ্রেহাম সাহেব তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে ভারিংনগরে লইয়া যান

* সৈয়দ মাহ্মুদ ইংলণ্ডে বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত উত্তর পশ্চিম অযোধ্যা প্রদেশের প্রথম বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পরে তিনি উক্ত প্রদেশের হাই কোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সৈয়দ হামেদও তৎপ্রদেশের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

ইংলণ্ডে থাকিয়া সৈযদ আহ্‌মদ বড়ই আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন স্বনামখ্যাত সম্ভ্রান্ত-বংশীয় লোকগণ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহাদিগের দর্শনার্থ আসিতে লাগিলেন। লর্ড লরেন্স প্রত্যেক মাসে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন লর্ড ষ্ট্যান্‌লিও সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন আর্জ্জিলের ডিউক কর্ত্তৃক পিতাপুত্র মার্‌কুইস্‌-অব্‌ লর্ণের সহিত পরিচিত এবং সি, এস্‌, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন ২৮শে জুলাই তিনি ডিউক অব্‌ লরেন্সের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে আবেদন করেন ঃ—"আমি বহুদিন যাবত ভারত ও ভারতবাসীর, এবং প্রধানতঃ আমার ন্যায় ভারতীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের এই অসুবিধা অনুভব করিয়া আসিতেছি যে, ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের উচ্চ বিদ্যালয় ব আমাদের শাসকবর্গের সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। ইংলণ্ডের সহিত আমাদিগকে দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ রাখিবার আবশ্যকতা এই যে, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে অবাধ সংসর্গই উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক। আমাদের সার্ব্বজনিক সম্রাট ও সম্রাটমন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক ভারতীয় প্রজামণ্ডলীর হিতার্থে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা হয়,

বৃটিশ ক্ষমতা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে আসিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করা তাঁহাদের বিধেয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, অযোধ্যা দরবারে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল মাননীয় লর্ড লরেন্সের সমীপে আমি উক্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তখন এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনুকূল অভিমত জানিতে পারিয়াছি। তৎপর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন গবর্ণমেণ্টের এইরূপ এক মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, ইংলণ্ডে অধ্যয়ন সমাপ্ত করণেচ্ছু ভারতীয় যুবকগণকে নয়টী বৃত্তি প্রদান করা হইবে স্বদেশবাসীর কুসংস্কার দূরীভূত ও অপরকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য, আমিই সর্ব্ব প্রথমে স্বীয় পুত্রের জন্য আবেদন করিয়া একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি সে এক্ষণে লিঙ্কলান ছাত্রাবাসে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে এই শুভ সুযোগে অপরকেও তদনুপ্রাণিত করিবার জন্য সভাসমিতি স্থাপন করিয়া, স্বদেশবাসীকে যথাসাধ্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছি স্বীয় পুত্রের জন্য বৃত্তিপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, দেশবাসীকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ স্বয়ং ইংলণ্ডে গমন করিবার জন্য পূর্ণবেতনে

১৮ মাসের বিদায় প্রার্থন করিয়াছিলাম কিন্তু নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া, আমার উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে ইংলণ্ডে আসিবার সময়ে, আমার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রী ও বেহাগে আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে উক্ত টাকা ইংলণ্ডে যাতায়াত ও ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে সুতরাং এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমি পুনরায় প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার আবেদন সম্বন্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনর্ব্বিবেচনা করিবার আদেশ হউক ”

ভারত-সচীব এইবার তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন এবং তদতিরিক্ত, সিপাহী বিদ্রোহকালে তাঁহার সহৃদয়তার পুরস্কারস্বরূপ, দুই বৎসরের জন্য ৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ সৈয়দ আহ্মদের ইংলণ্ড যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ এবং মোস্লেম সমাজে ইংরেজীভাষা শিক্ষা বিস্তারোদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, তিনি স্বজাতিকর্ত্তৃক যেরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল ও দুঃখে জড়িত হয়। সৈয়দ আহ্মদ ১০ই এপ্রিল বোম্বাই নগর হইতে জলযানে আরোহণ করিয়া, ২৩শে এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় নিরাপদে সুয়েজ মুখে * উপনীত হইলেন

* খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে পঞ্চশতাব্দীতে, ভূমধ্য সাগরের সহিত লোহিত সাগরকে সংযোজিত করিয়া ৯২ মাইল দীর্ঘ সংকীর্ণ একটী জলপ্রবাহ ছিল, কিন্তু ৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে অবিশ্রান্ত বালুকারাশির পতন দ্বারা উহা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মহাবীর নেপোলিয়নের হৃদয়ে এই সমুদ্রদ্বয়কে সংযুক্ত করিবার সংকল্প উদিত হইয়াছিল, কিন্তু তদীয় কর্ম্মচারি-বৃন্দের কর্ম্মকুণ্ঠতা বশতঃ তিনি উক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন

তথা হইতে সেই দিবস অপরাহ্ণে বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া, আলেক্‌জান্দ্রিয়া বা এস্‌কান্দরিয়া বন্দরে পঁহুছিলেন। ২৪শে এপ্রেল মধ্যাহ্নে, আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দর পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জলযানে আরোহণ করিলেন পাঁচ অহোরাত্র সমুদ্রবক্ষে জলযানোপরি অবস্থান করিয়া, ২৯শে এপ্রেল রজনীযোগে তাঁহারা ফ্রান্সের উপকূলস্থ মার্সিলেস্ নগরে অবতরণ করিলেন, তথা হইতে পুনরায় ৩০শে এপ্রেল বাষ্পীযপোতে আরূঢ় হইয়া, মার্সিলেস্ পরিত্যাগ করিলেন, এবং ২রা মে ৭½ টার সময় প্যারিস্ নগরে পঁহুছিলেন তৎপর তথায় দুই দিবস অবস্থান করিয়া, ৪ঠা মে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টার সময় ক্যালেই নগরে উপস্থিত হইলেন। ক্যালেই হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া ২½ ঘণ্টা কাল জলপথে অবস্থান করত ইংলণ্ডের উপকূলে অবতরণ করিলেন এবং সেই দিবসই পুত্রদ্বয় ও

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ড, ফরাসি ও অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ সমুদ্রদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ একই সমতলে অবস্থিত আছে, এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফর্ডিনাণ্ড ডি লিসেপ্স্ নামক জনৈক উৎসাহী ফরাসী যুবক মিসরের রাজ-প্রতিনিধির নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া, এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর জাহাজ গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীতে যশস্বী হইয়াছেন।

অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইলেন তথায় পূর্ব্ব পরিচিত এবং অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন বোম্বাই নগর হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া, সৈয়দ আহ্‌মদ প্রকৃতির নব নব দৃশ্য দর্শনে অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন তিনি যে দেশেই পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাকার শাসনপদ্ধতি, লৌকিক আচার ব্যবহার এবং উৎপন্ন ও উৎকৃষ্ট যাবদীয় দ্রব্য সম্বন্ধে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান না করিয়া, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই জলপথে ভ্রমণ কালে তৎপ্রতি যাত্রিগণের ব্যবহার, জলজন্তুর প্রকৃতি, বায়ুর গতি-বিধি, আবিসিনীয় বালকগণের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন, আলোক-স্তম্ভ, দ্বীপাবলী ও আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিবরণ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া, বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিতে বিন্দুমাত্র আলস্য প্রদর্শন করেন নাই স্থলপথে গমনকালে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বন্দর, নগর, গলি, পান্থনিবাস, বিপনি, নগর সম্মার্জ্জন প্রথা, স্ত্রীজাতির ব্যবহার, রাজধানী, মনোরম রাজপ্রাসাদ, সুসজ্জিত স্ত্রী পুরুষ ও তাহাদের পাদচারণ প্রণালী, স্থানীয় দুর্গ, যাদুঘর এবং পুস্তকাগার

প্রভৃতি দর্শন করিয়া, স্বীয় জন্মস্থানের সহিত তুলনা করিতেন অনেক সময়ে তিনি স্বদেশবাসীর মানসিক সঙ্কীর্ণতা, অশিষ্টাচার ও অসৎ সাহসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। প্যারিসের মিউনিসিপ্যালিটীর সুবন্দোবস্ত দর্শন করিয়া একদা বলিয়াছিলেন, "যদি স্বর্গরাজ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে প্যারিসের কমিশনরগণই উক্ত পদ পাইবার উপযুক্ত হইতেন "

লণ্ডন অবস্থান কালে সৈয়দ আহ্‌মদ এথোনিয়ান ক্লাবের অনারারি মেম্বরের পদে বরিত হন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদের জীবনী সম্বন্ধে তৎকর্ত্তৃক ১২ খানা প্রবন্ধ লিখিত ও প্রকাশিত হয় তৎপাঠে সৈয়দ আহ্‌মদের জ্ঞান-গম্ভীরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐ সমুদয় রচনার এক প্রবন্ধ তুর্কি সুল-তানের নিকট ও এক প্রবন্ধ মিসরের খেদিবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সৈয়দ আহ্‌মদ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে যোগদান করেন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অত্যল্প-কাল পরেই "মুসলমান সমাজ-সংস্কারক" নামধেয়

একখানা সংবাদ-পত্র প্রচার করেন এবং আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষাব বিরোধী তৎকালীন মুসলমানগণের কুসংস্কার অপনোদনার্থে, তন্মধ্যে বহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন। তৎসঙ্গে তিনি ধর্ম্ম-সংস্কাব কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করেন, এই হস্তক্ষেপ ন্যাযসঙ্গত কি ন, আমি তাহা আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক, তবে এই ধর্ম্মালোচনায়, তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও দেশ দেশান্তরে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইযাছিলেন আশ্চর্য্যের বিষয এই যে, এইরূপ তীব্র সামাজিক নিন্দায়ও তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিন্দুমাত্র শিথিলপ্রযত্ন না হইয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে নিয়ত তৎপর ছিলেন ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ কবিতে যাইয়া, যদি বৃদ্ধ সৈযদ আহ্‌মদ তাঁহাব সযত্ন-পোষিত সমাজোন্নতি-সাধনেচ্ছাব সহিত, ধর্ম্মশাস্ত্রেব অনধিকাব ও যথেচ্ছ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয তদীয গুরুগম্ভীব মঙ্গল নিনাদে তড়িত্তাড়িত লৌহস্তম্ভবৎ বিকম্পিত মোস্‌লেম সমাজ আজ উন্নতির অত্যুন্নত শৃঙ্গোপরি বিরাজমান পবিদৃষ্ট হইত। তিনি আলীগড় কলেজ স্থাপন করিয়া, উহার সুশৃঙ্খলা সাধন ও তত্ত্বাবধানের ভার একটী কমিটীর

হস্তে সমর্পণ করেন কলেজ স্থাপনের পর তাঁহার বিরুদ্ধে তৎসমীপে নির্নাম চিঠি উপস্থিত হইতে লাগিল কেহ কেহ তাঁহার জীবন সংহার করিতে উদ্যত বলিয়াও ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই তিনি বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না ; বরং প্রাণপণ করিয়াও স্বীয় কর্ত্তব্যে অটল রহিলেন

সৈয়দ আহ্‌মদ ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর অবধি আলীগড়ে আদর্শ জাতীয় কলেজ স্থাপন করিবার জন্য, সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহে যত্নবান্ হইলেন। কতিপয় সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞলোক লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইল যে সকল কারণে মুসলমান সমাজ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় দ্বারা যথোপযুক্ত উপকৃত হইতে পারে না, সেই সমুদয় কারণ নির্দ্ধারণ এবং যাহাতে পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষায় মুসলমানগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তৎপ্রতি সাহায্য প্রদান করাই উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল উক্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবার জন্য সমিতি তিনটী পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। সময়ে দ্বাত্রিংশ সংখ্যক প্রবন্ধ প্রেরিত হইল প্রবন্ধ লেখকগণ যে সমুদয় কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সমিতির

অনাবারি সেক্রেটারী স্বীয় রিপোর্টে সেই সমুদয়ের নিম্নলিখিত স্থূল মর্ম্ম প্রকাশিত করেন

১। ধর্ম্মশিক্ষার অভাব।

২ 'ইংরেজী শিক্ষায় ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়, অন্তরে এইরূপ বিশ্বাসের বদ্ধমূল হওয়া

৩। সমাজে সৌজন্য, ভদ্রতা ও নৈতিক বিষয়ের অভাব

৪ 'ইংরেজী শিক্ষা অবৈধ, এবং এস্‌লাম ধর্ম্মের বিধি বহির্ভূত', এইরূপ বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট স্কুল এবং কলেজে মুসলমান শিক্ষক ও অধ্যাপকের অভাব। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের জাতিগত আচার পদ্ধতির বিপরীত

৫ শিক্ষাবিভাগের সম্পূর্ণ পরিচালনভার একজন ডাইরেক্টারের উপর ন্যস্ত থাকাতে মুসলমানদের স্বীয় অভিমত বিজ্ঞাপিত হইতে পারে না। এই সমুদয় বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত বিষয়ের অধ্যয়ন হেতু, প্রধান ও অত্যাবশ্যক বিষয়ে বালকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে না। উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছে না পক্ষান্তরে বালকগণের ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রতিকূল শিক্ষা প্রদান কর হইতেছে। ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান

শিক্ষা প্রদান হেতু প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়টীর কাঠিন্য বৃদ্ধি হইতেছে; প্রাচ্যভাষ যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়া হয় না মোস্লেম সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের বিরুদ্ধবাদী বিষয় সংবলিত পুস্তকাদি স্কুল ও কলেজে অধীত হইতেছে

৬ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে, উচ্চ, নীচ ও মধ্যম শ্রেণীর বালকগণ একত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরা ঐ সমুদয় বালকের সঙ্গে আপনাপন সন্তানগণের শিক্ষাদান অপমানজনক মনে করিয়া, স্ব স্ব গৃহে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন

৭ ধনবান্ লোকদিগের প্রচুর ভরণপোষণোপ-যোগী সম্পত্তি বর্ত্তমান হেতু অন্যায় আদরের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা স্বীয় সন্তানগণকে শিক্ষাদান করা অনাবশ্যক মনে করেন

৮ উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ অপব্যয়ী এবং মধ্যবিত্তেরা স্বভাবতঃ অলস, শিক্ষাবিষয়ে অমনোযোগী ও অপরিণামদর্শী

৯ সাধারণতঃ ইংরেজদিগের সহিত মুসলমানগণের অবাধ সখ্যভাব না থাকায়, তাহাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব বিস্তার হইতে পারে না

১০ বংশপরম্পরায় মুসলমানগণ যুদ্ধকার্য্যে অনুরক্ত বলিয়া, শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ নাই।

মুসলমান সমাজে শিক্ষার বহুলপ্রচার ও বিদ্যোন্নতি সাধনহেতু, উক্ত সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক বারাণসী টাউনে একটী সভায় ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, 'তাঁহারা কেবল তৎসময়োপযোগী ও তৎকালীন কার্য্যকরী নিয়মাবলী বা উপায় উদ্ভাবনে আবদ্ধ না থাকিয়া, যে সমুদয় উপায় অবলম্বনে নিরপেক্ষভাবে বর্ত্তমান ও সুদূর ভবিষ্যৎকালে মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইতে পারে, তদুপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইবেন। সমাজ দর্পণে সুদূর ভবিষ্যৎকালের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিয়, তৎপ্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে এবং আপাততঃ কার্য্যকরী না হইলেও, মোস্‌লেমকুলের ভবিষ্যদ্বংশধরগণের নিমিত্ত একটী শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে'

এইরূপে তাঁহারা মুসলমানদিগের পুরাতন শিক্ষা-প্রণালীর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা প্রথমতঃ অশেষ প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইল কিন্তু তাঁহাদের তৎসাময়িক

দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতাগুণেই আজ ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে একটী মুসলমান কলেজের নাম শ্রুতিগোচর হইতেছে আলীগড় কলেজের একটী বিশেষত্ব এই যে, বালকগণ ইহার সীমামধ্যে বাস করিতে বাধ্য সুতরাং তাহাদের হৃদয় মন্দিরে, ভারতীয় জনপদবাসীর নানারূপ অনিষ্টকর কুসংস্কারচ্ছায়া পতিত হইতে পারে না অপেক্ষাকৃত উন্নত মুসলমানগণের সন্তানদিগকে স্বাধীনভাবে শিক্ষা প্রদান এবং ইংরেজী শিক্ষাকে ভদ্র জনোচিত শিক্ষা বলিয়া জ্ঞান জন্মানই এই কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য কলেজে অধ্যয়ন পাঁচ বৎসরকাল নিরূপিত হইল এই বিদ্যালয়ে কলেজ বিভাগে শিক্ষণীয় চারিটী বিষয় নির্দ্ধারিত হইল

১। সাহিত্য—ইংরেজী এবং আরবী

২ নীতিবিজ্ঞান—(ক) তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, নীতিদর্শন ;
(খ) অর্থবিজ্ঞান, রাজনীতিশাস্ত্র ও ইতিহাস

৩ পদার্থ বিজ্ঞান—(ক) অঙ্কশাস্ত্র,
(খ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

৪ মোহাম্মদীয় বিধানশাস্ত্র—আইনতত্ত্ব এবং ধর্ম্মশাস্ত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—০—

সৈয়দ মাহ্মুদ ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তদীয় পিতা তাঁহার আগমন উপলক্ষে একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিলেন তৎকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, উক্ত ভোজে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও ইংরেজ তদীয় গৃহে সমাগত হইয়াছিলেন

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মোৎসব দিনে কলেজের দ্বার উদ্‌ঘাটনোৎসব সংঘটিত এবং ১লা জুন উহার কার্য্য আরম্ভ হয় ১২ই নবেম্বর সার উইলিয়াম মুর কলেজ পরিদর্শনকালে, সমিতির হিতাকাঙ্ক্ষী, পৃষ্ঠপোষক, সভ্যমণ্ডলী এবং

উপস্থিত নবাব বাহাদুর মহোদযগণকে লক্ষ্য করিয়া,নিম্ন-বর্ণিত মর্ম্মে বক্তৃতা প্রদান করেন ঃ—"আজ আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, বিদ্যালযের ভাবী উন্নতির উম্মুক্ত পথ দর্শন করিয়া, আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান কবিবার স্বর্ণসুযোগ প্রাপ্ত হইযাছি এবং অতীব সন্তোষ লাভ করিযাছি স্বজাতিবৎসল, রাজভক্ত বন্ধুবর সৈয়দ আহ্মদ খাঁন বাহাদুরও তাঁহার দীর্ঘকালপোষিত আশাতরুর প্রথমোৎপন্ন ফল লাভ করিয়া, নিশ্চযই আনন্দিত হইয়াছেন। আলীগড় পরিদর্শনে আমার দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ—আপনারা আমাকে এই কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া, আমার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন , সুতরাং কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বড়ই প্রীতিজনক দৃঢ়তর কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি দ্বিতীয়তঃ—আমি, কলেজফাণ্ডে এই সর্ত্তে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছি যে, উক্ত টাকা কার্যাকরী শিক্ষা এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যালোচনায় ব্যয়িত হইবে। অতএব আমি বিবেচন করিলাম, আমার স্বীকৃত অর্থ প্রদান করিবার পূর্ব্বে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা পদ্ধতির কিরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহা পরিদর্শন করা আমাব পক্ষে, এমন কি সমিতির সভ্যগণের

পক্ষেও সন্তোষজনক হইবে বলা বাহুল্য যে, এই মাত্র যে রিপোর্ট পঠিত হইল, তৎশ্রবণে তাঁহারা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া,আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে।

মানব-জাতির মধ্যে প্রায়ই এই বিষয়ের মতানৈক্য ঘটিবে না যে, বালকদিগকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর শিক্ষা প্রদান করা উচিত বালকের অন্তঃকরণ নবজাত উদ্ভিদ্ সদৃশ একবার উহার শাখা অবনত কর, কিয়দ্দিবস পরে উহাকে ঈষৎ নুব্জ অবস্থায় দেখিতে পাইবে। বালকদিগকে সরল ও সহজ পথে শিক্ষা প্রদান করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তদ্রূপ সরল ও সাধু হইবে জীবনের আদর্শ সত্যতার শিক্ষা প্রদান ব্যতীত যদি বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়, তবে পাপের প্রতি-বন্ধকতা ও আত্মপ্রসন্নতা চিরকালের জন্য দুর্ব্বল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে জীবনের যত প্রাক্কালে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা যাইবে, ততই উহা দৈহিক পরিপুষ্টির সহিত নৈতিক পুষ্টতায় পরিণত ও প্রীতিকর ফলোৎ-পাদক হইবে। এক্ষণে বালকদিগের প্রতি উপদেশ স্বরূপ আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। "হে ভবিষ্যৎ ভাগ্যাকাশের উজ্জ্বল তারকা-মণ্ডলী বালক-

বৃন্দ, তোমরা মনে রাখিও, এস্থানে জ্ঞানার্জ্জনই যে তোমাদের শিক্ষার একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা নহে। আলীগড় কলেজের ছাত্রবৃন্দ কেবল বিদ্যা-বিভূষিত হইয়া জনসমাজে পরিচিত হউক, ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে বরং তাহারা সততা ও বিশ্বাস বলে মাতা পিতার নিকট সত্যবাদিতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতার নিমিত্ত এবং জৈবনিক যাবদীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে তৎপরতা, পবিত্রতা, আত্মসংযম ও সাহানুভূতির জন্য সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়, ইহা আমাদের একান্ত বাসনা যাঁহারা তোমাদের অধিগম্য, তাঁহারা যেন তোমাদের প্রতি অনুরক্ত ও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। তোমরা তোমাদের গুরুভারগ্রস্ত প্রতিবেশীর সর্ব্বাঙ্গীন ভার বহনে অংশী, এবং তাহাদের মস্তক-ভার লঘুতর করিবার জন্য যত্নবান হও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, ইহাই সমাজের সুদৃঢ় নীতিস্তম্ভ যখন তোমাদের এই কলেজে অধ্যয়ন সমাধা হইবে, তখন মনে করিওনা যে তোমাদের শিক্ষা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী যাবজ্জীবন ছাত্র তোমরা তোমাদের অর্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা স্বদেশের হিতসাধন করিবে অপরকে তোমা-দের সুখময় ও কার্য্যময় নীতিবর্ত্ম হৃদয়ঙ্গম করাইতে,

প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার এবং তোমাদের চতুর্দ্দিকে সামাজিক উন্নতি-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সচেষ্ট হইবে তোমাদের সধর্ম্মাবলম্বী অতি সামান্য সংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষা স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকে ; পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরক্ষর রহিয়া যাইতেছে এই সমুদয় বিষয় চিন্তা করিয়া, আমি প্রায়ই হৃদয়ে মর্ম্ম যাতনা অনুভব করি সম জেব অপযশ অপনোদনার্থে সর্ব্ব প্রকারে সহায়তা করা তোমাদের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য হউক যদি তোমাদের শিক্ষা এইরূপ ফলপ্রসূ না হয়, তবে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবেনা। এক প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা যান্ত্রিক এবং নিষ্ফল কোর্‌আণের বাক্যানুসারে (কামাসালিল্ হেমা রি ইয়াহ্‌মেলুআস্‌ফাবাণ) ইহা গর্দ্দভ-পৃষ্ঠস্থ পুস্তক রাশির গুরুভার সদৃশ একটী গর্দ্দভ উক্ত ভারবহন হেতু অপরাপর গর্দ্দভ হইতে কিছুতেই অধিকতর জ্ঞানী নহে দেখিও তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে যেন তদ্রূপ না ঘটে। তোমরা ঈশ্বর ভক্ত, সাধু ও কার্য্য করী জীবনে সুফল প্রসূত হইতে দাও।”

“ভারতীয় স্ত্রীজাতি যেরূপ শিক্ষা হীন, তাহা চিন্তা করিয়া আমি সময় সময় অত্যধিক মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত

হইয়া থাকি। হে সভ্যগণগুলি, যদি আপনারা প্রকৃত-পক্ষে সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সমাজভিত্তি বালিকাদিগকে শিক্ষিত করুন যে পর্য্যন্ত ভবিষ্য-জননী বালিকাগণ শিক্ষিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আপনাবা সমাজের প্রকৃত স্থাযী উন্নতি উপলব্ধি করিতে পাবিবেন না কিযদ্দিবস পূর্ব্বে আমি কোনও সংবাদপত্রে দর্শন করিয়াছি যে, মিসরের খেদিব-পত্নী কায়রো নগবে একটী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন তিনি তদায় উদ্দেশ্য সাধনার্থ একটী সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ করিযা, সিবিযা বা শ্যাম দেশ হইতে সিট্‌বোজা নাম্নী জনৈক মহিলা ও অপব কয়জন শিক্ষয়িত্রী আনয়ন কবিযাছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে অদ্যাবধি ২০০ বোর্ডার ও ১<০ বাহিরের ছাত্রী অধ্যযন করিতেছে সেই বিদ্যালয়ে লেখা পড়া ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারেব সূচিকর্ম্ম শিক্ষ দেওয়া হইয থাকে যখন আমি উহ পাঠ করিয়াছি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষের কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা যদি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে মোস্‌লেম সমাজ কি অপরিসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইত আমার বিশ্বাস, এইরূপ কার্য্যে হস্তপ্রসা

করিলে, নিশ্চযই পরস্পর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে ▪

সার উইলিয়াম মুরের যত্নে রামপুরের নবাব ও পাতিয়ালার মহারাজ কলেজের পৃষ্ঠপোষক এবং স ব সালারজঙ্গ পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন তিনি সভাস্থলে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে রাজা সৈয়দ বাকরআলীখান, লুৎফেআলীখান, এবং এনায়েত উল্লা খানের নাম প্রশংসার সহিত উল্লেখ করেন আলী-গড়ের সবজজ মৌলবী সমিউল্লা কলেজের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ যত্ন করিযাছেন,এবং তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় এত সত্বর উহার অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, এই কথা বলিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই সৈযদ-আহ্মদ স্বযং কলেজের অডিটার নিযুক্ত হইলেন।

সৈয়দআহ্মদ ৩৭ বৎসর কাল চাকরীর পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সান গ্রহণ করিয়া আলীগড়ে অবস্থান করেন। উক্ত বৎসরের অক্টোবর মাসে সার উইলিয়াম মুর গৃহে প্রত্যাগমন কালে, পুনরায় আলীগড় কলেজ পরিদর্শন করেন মুসলমানগণ তাঁহাকে একখান অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের

আলোচনায় তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন বিধায়, তদীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে একটী বৃত্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন

১৮৪৫ খৃীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী লর্ড লিটন কলেজের ভিত্তিস্থাপনার্থ আলীগড়ে পদার্পণ করিলেন। সার সৈয়দ আহ্‌মদ, লোত্‌ফেআলী খান, মোহাম্মদ হাযাতখান প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাকে রেল ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান সার সৈয়দ আহ্‌মদের গৃহে গবর্ণর জেনেরলের প্রাতঃভোজনোৎসব সুসমাপ্ত হয় অতঃপর তিনি স্বীয় অধস্তন কর্ম্মচারী ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, কলেজ প্রাঙ্গণে পরিশোভিত সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ নিম্নে উপস্থিত হন মহামান্য গবর্ণর জেনেরল আসন পরিগ্রহ করিবা মাত্র, সৈয়দ মাহ্‌মুদ অগ্রসর হইয়া অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন যে সমুদয় শুভানুধ্যায়ী মহাজনগণ কলেজের উন্নতি কল্পে কলেজফাণ্ডে মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন, অভিনন্দন পত্রে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী সম্যকরূপে কীর্ত্তিত হইল তন্মধ্যে লর্ড নর্থব্রুক, শ্রীমহারাও রাজা মোহান্দর সিংহ বাহাদুর ও হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের নামই সবিশেষ

উল্লেখ যোগ্য তাঁহারা যথাক্রমে ১০০০০৲, ৫৮০০০ ও ৯০০০০৲ টাকা দান করিয়া ছিলেন অভিনন্দন পাঠ সমাপ্ত হইলে, লর্ডলিটন সভাস্থ সভ্যমণ্ডলী ও কলেজের হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণকে লক্ষ্য করিয়া হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা প্রদান করেন অনন্তর তিনি চন্দ্রাতপের প্রান্তভাগে গমন করিয়া, স্বহস্তে ভিত্তিমূল ইষ্টক স্থাপন করেন কয়েকটী মুদ্রাও চর্ম্ম নির্ম্মিত পাতে ভিত্তি স্থাপন-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বোতলে পূর্ণ করা হইল তৎপর উক্ত বোতল ও তদুপরি কারু কার্য্য খচিত ধাতুপাত ভিত্তি-মূলের ছিদ্র পথে স্থাপিত হইল ইষ্টক যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলে, লর্ডলিটন স্বীয় হস্তস্থিত মুদ্গর দ্বারা উহা তিনবার স্পার্শ করিলেন এবং তিনবার বলিলেন, "আমি বলিতেছি যে, এই ইষ্টক সদুদ্দেশ্যে ও ন্যায়তঃ স্থাপিত হইল" তৎপর লাটবাহাদুর পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলে, খান বাহাদুর মোহাম্মদ হায়াত খান ফাণ্ডকমিটী ও মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে লর্ডলিটন, লেডিলিটন ও অপরাপর অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন লর্ডলিটন এই শুভ কার্য্য সমাধা করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

— :*: —

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন সার সৈয়দ আহ্‌মদকে স্বীয় মন্ত্রীসভার সদস্যপদে নিযুক্ত করেন উক্ত সদস্যপদে তিনি দুই বৎসর কাল অতিবাহিত করেন এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক উক্ত পদে নিযোজিত হন তিনি মোট চারি বৎসর কাল ভারত প্রতিনিধির মন্ত্রী সভার সদস্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন সৈয়দ আহ্‌মদ ও তৎপুত্র সৈয়দ মাহ্‌মুদ 'কিয়ৎকাল' 'শিক্ষা' সমিতির মেম্বর ছিলেন যৎকালে সৈয়দ আহ্‌মদ বড়লাট সভার সদস্য পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার সুদীর্ঘ

চিন্তা ও বহুদর্শিতার ফল সমিতি-সম্মুখে প্রকাশ করিবার জন্য, শিক্ষা কমিশন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন বৃদ্ধ বয়সে আবক্ষ লম্বিত শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত দৃঢ়চিত্ত সৈয়দ আহ্মদ সমিতি-সম্মুখে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সংখ্যা সম্বন্ধে বলিতে গেলে, আমার বিবেচনায় উহার বৃদ্ধি সাধন অনাবশ্যক যে সমুদায় স্কুল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট ছাত্র শিক্ষিত হইতে পারে সুতরাং সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া, যাহাতে স্কুল সমূহের কার্য্য ক্ষমতার উন্নতি হয়, যাহাতে স্কুল সমূহ অধিকতর কার্য্য করী ও জন সাধারণের নিকট আদরণীয় হয়, সর্ব্বপ্রকারে তদুপায় অবলম্বন আবশ্যক বর্ত্তমান পরিদর্শন প্রণালী যথেষ্ট নহে পরিদর্শকগণের দ্রষ্টব্য স্থানের পরিধি বৃহত্তর বলিয়া, পরিদর্শনের যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না কাজে কাজেই তাঁহারা অধীন স্কুল সমূহের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে সমর্থ হন না। তাঁহারা যে স্কুল পরিদর্শন করিয়া থাকেন, সেই স্কুলের ছাত্র তাঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিয়া যায়। যখন আমি আলীগড়ের শিক্ষাসমিতির মেম্বর ছিলাম, তখন অনেক সময় দেখিয়াছি, যে সমুদয় স্কুল টাউন হইতে

সুদূরপল্লীব অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। পক্ষান্তরে ছাত্রসংখ্যার সহিত উপস্থিতিব ক্রমান্বয়িক গড়েব সামঞ্জস্য নাই সময় সময স্কুল রেজিষ্টারেব সত্যতার উপরও আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অধিকাংশ সময়ে যে কাল্পনিক ছাত্রের নাম বেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয, ইহা অসম্ভব নহে একটী গ্রাম্য স্কুল হইতে সর্ব্বদা নিয়মিত ভাবে উহার কার্য্যবিববণীর বিপোর্ট প্রেরিত হইত এবং উহাতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে বলিযা বিবেচিত হইত একদা আমি উক্ত স্কুল পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিলাম উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া, স্কুলের চিহ্ন মাত্রও দেখিতে না পাইযা বিস্মিত হইলাম। যে গৃহকে স্কুলগৃহ বলিয়া পবিচয় প্রদান করা হইল, তাহা সামান্য গোশালা হইতে কিছুতেই উৎকৃষ্ট নয়। দেখিলাম, রিপোর্টের সমুদয় বিষয় কাল্পনিক স্কুলেব এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ডিপুটী ইন্স্পেক্টাবগণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠায ধন্যবাদার্হ হইবার নিমিত্ত ইচ্ছাধীন স্বীয রিপোর্টে এইরূপ কাল্পনিক ছাত্রসংখ্যা প্রদর্শন করিয়া থাকেন আমার বিবেচনায ভার্নেকুলার স্কুলসমূহের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকাবলী

উপযুক্ত ও লোকরুচিকর হয় নাই ছাত্রগণ এই সমুদয় বিদ্যালয়ে অধিত সাহিত্য হইতে কদাচিৎ যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নহে এই তুলনায় দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে এতদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও দক্ষতা জন্মিয়া থাকে পাঞ্জাব এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশস্থ জাতীয় স্কুল সমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। প্রাইভেট স্কুল এই সমুদয় স্কুলে কোনও শিক্ষক সমান্য বেতনে প্রতিবেশী বা স্বজন সন্তানের শিক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়া থাকে

২ স্বাবলম্বিত স্কুল- জনসাধারণের প্রশংসিত বিশ্বাস্য কোনও শিক্ষক, টাউনের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বীয় ব্যয়ে স্কুলগৃহ স্থাপন করেন এবং ছাত্র বেতন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৩। ব্যক্তিগত স্কুল—যাহাতে কোনও প্রাইভেট ব্যক্তি জনসাধারণের হিতার্থে বিনা বেতনে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন

৪ প্রাইভেট ফাণ্ড বা বৃত্তি দ্বারা চালিত স্কুল— এই সমুদয় স্কুলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক ছাত্রবৃন্দকে বিনা বেতনে, কখন বা উহার অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত

সামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন

আমার বিবেচনায় ভর্নেকুলার প্রাইমারী স্কুলে দেশীয় প্রথানুযায়ী রীতিমত গণিত শিক্ষা দেওয়া উচিত গ্রাম্য স্কুল গুলিকে অধিকতর কার্য করী ও তৎপ্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, এই কয়টী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ঃ—

(১) পাঠ্য পুস্তকাদির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন

(২) জনসাধারণের বিশ্বাসী ও সন্তোষভাজন শিক্ষকের নিয়োগ

(৩) স্বীয় পদের মর্য্যাদা রক্ষা হয়,এইরূপ উপযুক্ত বেতনে শিক্ষকের নিয়োগ

(৪) শিক্ষা বিস্তারের জন্য জেলার প্রত্যেক থানা বা মহকুমায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি প্রাপ্তি

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, শিক্ষা কার্য্যে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলনাভাবেই শিক্ষাবিস্তার এত পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছে ইহা রাজনৈতিক ভ্রান্তি বটে"

বিভিন্ন প্রদেশে যখন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জেলাস্থ

শিক্ষা সমিতির মেম্বার পদে নিয়োজিত হন, তখন এই সমুদয় বিষয়ের প্রতিকার আরম্ভ হয় ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত হঠাৎ দেশীয় লোকের আন্তরিক মিশামিশি ও মতৈক্য কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তাই যখন দেশীয় লোককে শিক্ষা সমিতির মেম্বার পদে অধিষ্ঠিত করা হইল, তখন ইউরোপিয়ান দিগের অভিমত তাঁহাদের নিকট কেমন বাধ বাধ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আপনাদের রীতি নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; সুতরাং সভায় উপস্থিত হইলে, স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ সেই হেতু সৈয়দ আহ্মদ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ স্থলে বলিয়াছেন, "অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, যখন দেশীয় সভ্যগণ শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া, শিক্ষা সংক্রান্ত উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী দিগের সহিত একই প্রকোষ্ঠে আসন গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা গুরুতর বিষয়ে সৎসাহসী পক্ষ-সমর্থকের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া, ভদ্রগৃহে প্রবিষ্ট চোরের ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শিক্ষা বিভাগীয় ঊর্দ্ধতন ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ, ইঁহাদিগকে

বিপক্ষীয় লোক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা মনে করেন, যেন দেশীয় ভদ্রলোক দিগকে পরাস্ত করা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী তাঁহাদের দাবী রহিয়াছে ।

সার সৈয়দ আহ্‌মদ স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তৎকালীন অসম্পূর্ণতা ও অভাব দূরীকরণার্থ এই প্রস্তাব করিলেন যে, "প্রত্যেকজেলার কালেক্টার তদধীন পরগণ সমূহে মাতৃভাষা শিক্ষা প্রদানের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন প্রত্যেক জেলার ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টার ও সব-ইন্‌স্পেক্টারের পদ উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে কালেক্টারের সাহায্যার্থ একজন দেশীয় ডিপুটী কালেক্টার নিযুক্ত করা হইবে ডিপুটী কালেক্টারগণ প্রত্যেক জেলার ভার্ণেকুলার স্কুল সমূহ অন্ততঃ বৎসরে চারিবার পরিদর্শন করিবেন পক্ষান্তরে সবডিভিসন্যাল পরিদর্শকগণ প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ চারিবার তাঁহাদের অধীন স্কুল সমূহ পরিদর্শন করিয়া, শিক্ষাসমিতির নিকট স্বীয় রিপোর্ট ও মন্তব্য প্রেরণ করিবেন করবিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ যখন মফঃস্বলে গমন করেন, তাঁহারাও তখন স্কুল পরিদর্শন করিবেন প্রত্যেক ডিভিসনে একটী শিক্ষা-সমিতি স্থাপিত হইবে

সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ ইহার মেম্বর এবং তহসিলদার সভাপতি হইবেন স্কুল সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি, স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যভার এবং সর্ব্বপ্রকার আয়, জিলা সমিতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে সমিতি বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব, শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টারের নিকট নিয়মিতরূপে প্রেরণ করিবেন ”

সৈয়দ আহমদ ইংরাজী স্কুল সমূহকে এই সমিতির অধীন থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না। যেহেতু মাতৃভাষা শিক্ষা দ্বারা আমাদের স্বকীয় সাধারণ গৃহ কার্য্যাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদনার্থ ইদানীং কেবলমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে আজ কাল ইংরেজী শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে সামান্য একটী দোকানদার ও ইংরেজী শিক্ষার অভাবে আপনার ব্যবসায় চালাইতে অসুবিধা বোধ করিয়া থাকে দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যখনই ইউরোপীয় দোকানে জিনিসাদি ক্রয় করিতে যান, তখন ইংরেজী ভাষার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতা বশতঃ, তাঁহাকে অনেক সময়ে অপ্রস্তুত

হইতে হয় কখন কখন এইরূপ দৃষ্টি গোচর হইয়াছে যে, ইংরেজী পত্রাদি পড়িতে না পারায় অনেক বিপদও ঘটিয়াছে সুতবাং ভারতবাসীব পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ”

তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতে যাইযা অন্যত্র বলিয়াছেন, “আমি প্রধান কাবণগুলি সামান্যরূপে আলোচনা করিযাছি মাত্র মুসলমানগণ ইংবেজী শিক্ষায উপকৃত না হইবার সমুদায় কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, একটী বিস্তৃত বিবরণী প্রস্তুত কবিতে হয় তবে অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে মুসলমানগণেব ইংবেজী শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায স্বরূপ চারিটী বিষযেব উল্লেখ কবা যাইতে পারে

১ বাজনৈতিক পবম্পরাগত প্রবাদ—যখন ভাবতবর্ষে মুসলমানশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণতব হইযা আসিল, যখন ইংবেজগণ সৌভাগ্যবলে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিযা লইলেন, তখন ভারতীয় মুসলমান জনসাধাবণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইযাছিলনা। বরং তাঁহাদের প্রাধান্য সাদরে স্বীকার কবিযা লইল। ইংবেজ শাসনদ্বারা রাজনৈতিক বিষয়ে কখনও কোনও নিরানন্দেব কারণ হয় নাই তাহাবা এই

পরিবর্ত্তনকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু উচ্চতম রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে নিম্নতর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক, তাহাতে মুসলমানগণের অবস্থার উপর একটী ভয়ঙ্কর অভাবনীয় আঘাত পতিত হইয়াছে উক্ত আঘাতে ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ সংস্রবে যাবদীয় বিষয়ের প্রতি তাহাদের অন্তঃকরণে একটী বিরক্তি ও অসন্তোষের ভাব উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে এবং সেই নিমিত্তই মুসলমানগণ ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী ভাষার যোগে বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে

২ সামাজিক রীতি—উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা সামাজিক পদগৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান বালকের সহিত তাঁহাদের সন্তানগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহারা শূন্যগর্ভ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, আপনাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রকে অধিকতর মূল্যবান ও ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে তুচ্ছ এবং নৈতিক শিক্ষার অন্তরায় ও অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। আরবী এবং পারসী ব্যতীত অন্যান্য ভাষাতে যে শিক্ষণীয় বিষয়

রহিয়াছে, তাঁহারা কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। আমার স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে যে, কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান যুবক, গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছায় ইংরেজী শিক্ষা করিতে যাইয়া, অযশস্কর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া সাধারণ্যে নিন্দিত হইয়াছে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে এইক্ষণ উক্ত বিশ্বাস বন্ধনী, ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে।

৩। ধর্ম্মবিশ্বাস—ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাহাদের মানসিক গতির বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। দারিদ্র্য—মুসলমান সমাজের পক্ষে বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর হইবার পথে, দারিদ্র্য একটী প্রধান অন্তরায় ; এই বিষয় অস্বীকার করিতে কাহারও সাধ্য নাই। বলা বাহুল্য যে,দরিদ্রতা নিবন্ধন কত ভদ্রসন্তান উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে না। সুতরাং অন্নসংস্থানের সদুপায় হইতে বঞ্চিত হইয়া, ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে।”

মুসলমান বালিকাগণের শিক্ষা সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশস্থলে তিনি বলিলেন, “মুসলমান ভদ্রমহিলাগণ শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া যে জনসাধারণের একটী ধারণা আছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহাদের মধ্যে দেশীয় ও সামাজিক শিক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে।

তাহারা উর্দ্দু, পারসী এবং কখন কখন আরবী ভাষায় ধর্ম্ম সম্পর্কীয় ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকে আমার আত্মীয় বর্গের মধ্যে মহিলাগণ সুন্দররূপে আরবী ভাষা লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারে তাহারা পারসী ভাষায় নীতি বিষয়ক পুস্তকাদি শিক্ষা প্রদান করিতে, পত্রাদি লিখিতে এবং উর্দ্দু ভাষায় কবিতা রচনা করিতে সমর্থ আমি বাল্যাবস্থায় আমার জননীর নিকট প্রাথমিক পারসী এবং অন্যান্য নৈতিক ও উপদেশগর্ভ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই সমুদয় পাঠ এখনও আমার কণ্ঠস্থ রহিয়াছে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে দিল্লীনিবাসী সুবিখ্যাত মাওলানা শাহ আবদুলআজিজ সাহেবের পরিবারস্থ আরবী ভাষাভিজ্ঞা ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা জনৈক মহিলা, উপযুক্ত ও সুদক্ষ ধর্ম্মোপদেশকের ন্যায় মহিলাবর্গের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রদান করিতেন। কিন্তু ইদানীং মুসলমান মহিলাগণের শিক্ষার অধোগতির প্রধান কারণ দারিদ্র্য। বর্ত্তমান সময়েও মুসলমান ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আপন আপন কন্যাদিগকে পবিত্র কোর্‌আণ ও উর্দ্দু ভাষায় ধর্ম্মের বিধান সংক্রান্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করাইতে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কখন কখন মাতা

পিতা, ভ্রাতা বা কোনও আত্মীয় ব্যক্তি তাহাদিগকে উর্দ্দু ভাষায় পত্রাদি লিপিবদ্ধ করিতে শিখাইয়া থাকেন ; কখন বা পারসী গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন তবে মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা যে সন্তোষজনক নহে, তাহা স্বীকার্য্য গবর্ণমেণ্টও এইরূপ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন না, যাহাতে মাতা পিতা বা অন্যান্য অভিভাবকগণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন গবর্ণমেণ্ট বালিকা-বিদ্যালয়ে মুসলমানগণ আপন আপন বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক বশতঃ, আমি তাহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি না এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহারা যদি এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় সমূহের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তবে নিশ্চয় মুসলমানদিগের উপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ করিতে পারেন না উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন না এবং নিম্ন শ্রেণীর বালিকাগণ উক্ত বিদ্যালয় দ্বারা কোনও উপকার উপলব্ধি করিতে পারে না সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্নটী "প্রথম ডিম্বের সৃষ্টি, কি কুক্কুটীর সৃষ্টি

হইয়াছে ?” প্রাচ্য দার্শনিকদিগের ইত্যাকার প্রশ্নের অনুরূপই বটে যাঁহারা বলেন, পুরুষদিগের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করা উচিত, তাঁহাদিগের বাক্য বিষম ভ্রমপূর্ণ। যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান যুবককে সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে, মহিলাদিগকে সন্তোষজনক শিক্ষা প্রদান করা দুরাশামাত্র আমার বিবেচনায় ভারতীয় মুসলমানদিগের সামাজিক ও ব্যয়কুণ্ঠ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তাহাদের মহিলাগণের মধ্যে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, গার্হস্থ্য সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত তাহাই যথেষ্ট সম্প্রতি যাহাতে মুসলমান যুবকগণ সুশিক্ষিত ও উন্নত-মনা হইতে পারে, তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের উপযুক্ত উদ্যম প্রদর্শন একান্ত কর্ত্তব্য যখন শিক্ষার প্রভাব বর্ত্তমান যুবক শ্রেণীর মনোবৃত্তির উপর সম্যক রূপে পরিস্ফুট হইবে, তখন শিক্ষিত পিতা আপন সন্তান-সন্ততিকে, শিক্ষিত স্বামী স্বীয় পত্নীকে, শিক্ষিত ভ্রাতা স্বীয় সহোদরা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গের সন্ততিদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার আবশ্যকতা বোধ করিবে এবং তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে যত্নবান্ হইবে ”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সার সালার জঙ্গ* আলীগড়ে পদার্পণ করেন এবং কলেজ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহার অনুরোধে সৈয়দ আহমদ সেপ্টেম্বর মাসে তদীয় আতিথ্য গ্রহণে স্বীকৃত হন। সৈয়দ আহমদ এক মাসকাল তদীয় ভবনে অবস্থান করিয়া, বহুল অত্যাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করেন। সার সালার জঙ্গ তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে একটী বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিলেন। তথায় বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই সৈয়দ আহমদকে নিমন্ত্রণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি

---

* হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী সার সালারজঙ্গ রণবিদ্যায় সুনিপুণ অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

প্রত্যেকের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "নিমন্ত্রণে যে টাকা ব্যয় হইবে, আপনারা তাহা আমার কলেজ ফণ্ডে অর্পণ করুন।" তাঁহারাও তাহাই করিলেন সৈয়দ আহমদ ত্রিশ সহস্র টাকা লইয়া আলীগড় প্রত্যাগমন করিলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আলীগড়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের শিক্ষা-সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় এই উপলক্ষে কলেজ-প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয় সভাপতি হাণ্টার সাহেব কলেজ পরিদর্শন করিয়া অতীব সন্তোষজনক অভিমত প্রকাশ করেন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী সৈয়দ আহমদ তিন জন বন্ধুব্যক্তিসহ পঞ্জাব পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন ২৩শে জানুয়ারী তাঁহারা লুধিয়ানায় পঁহুছিলেন আট শতাধিক লোক তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত রেল ষ্টেসনে উপস্থিত হইল সৈয়দ আহমদ জনস্রোতে পরিবেষ্টিত হইয়া, নবাব আলীমোহাম্মদ খান বাহাদুরের সুসজ্জিত গৃহে উপস্থিত হইলেন নবাব বাহাদুরের গৃহ সমস্ত দিবস বহুলোকের সমাগমে লোকারণ্য হইয়াছিল তদীয় দর্শনেচ্ছুক ও সাক্ষাতাভিলাষী ভদ্রলোকসমূহ নানাবিষয়ে তাঁহার অভিমত

অবগত হইবার নিমিত্ত সমবেত হইলেন দর্শক মণ্ডলীর কৌতূহল ও কথোপকথনের বাসনা নিবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া, তিনি অপরাহ্নে স্থানীয় টাউনহলে বক্তৃতা প্রদান করিলেন টাউনহলে এরূপ জনসমাগম হইয়াছিল যে, আর একটী পদ-বিক্ষেপের স্থানও অবশিষ্ট ছিল না তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় অনেকেই অশ্রুজল সম্বরণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। বক্তৃতাস্থলে কলেজ ফাণ্ডের জন্য তিনি ১৫৮৪৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেন লুধিয়ানার স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ সভাস্থলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। তাঁহার আগমনবার্ত্তা ক্রমে লোকপরম্পরায় সমস্ত নগরে পরিব্যাপ্ত হইল লুধিয়ানার এস্‌লাম-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরিত হইল সুতরাং ২৪শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে তিনি জলন্ধর অভিমুখে যাত্রা করিলেন জলন্ধর ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অগণিত হিন্দু মুসলমান তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উৎসুক নয়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাষ্পীয় যান ষ্টেসনে উপস্থিত হইবামাত্র,সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর আনন্দকোলাহলে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত

হইল গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে, চতুর্দ্দিক হইতে তদীয় গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদত্ত হইতে লাগিল তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দর্শকমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, কুমার হারনাম সিংহের গৃহে উপস্থিত হইলেন এইস্থানে বহুসংখ্যক দর্শক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপ্যায়িত হইলেন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় তাঁহার বক্তৃতা প্রদানের কথা ছিল; সুতরাং তৎপূর্ব্বেই তদীয় তাম্বুর চতুর্দ্দিকে বহুলোকের সমাগম হইল নির্দ্দিষ্ট সময়ে এত অধিক লোক সমবেত হইল যে, জনসাধারণের দুর্নিবার গোলযোগে বক্তৃতা প্রদান করা অসম্ভব হইয়া উঠিল মোস্‌লেম সমিতির পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল, জনকোলাহলে তাহাও শ্রুতিগোচর হইল না তৎপর স্থানীয় হাই স্কুলের ছাত্রবর্গের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হইল, তাহাও তদ্রূপ জনকোলাহলে মিশিয়া গেল অনন্তর সৈয়দ আহ্‌মদ দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ও মোস্‌লেম সমিতির অভিনন্দন পত্রের উত্তর, এবং পরে জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া, উপদেশমুলক চিত্তাকর্ষক এক বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

তৎপর ২৫ শে তারিখে লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া অমৃত সহরে প্রস্থান করিলেন তথায় উপনীত হইলে, রামচন্দ্র নামক জনৈক হিন্দু তাঁহার হস্তে ৮/০ আনা মাত্র অর্পণ করিয়া বলিলেন, আমি আপনার কলেজের উন্নতিকল্পে গ্রাম্য স্কুলের ছাত্রবৃন্দের নিকট হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি সৈয়দ আহ্মদ তদীয় ক্ষুদ্র দান অতি বিনয় ও সৌজন্য সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং হৃষ্ট চিত্তে বলিলেন 'ধনীর সহস্র টাকা দান হইতেও ইহা অধিকতর মূল্যবান ও আদর্শ দান বলিয়া জ্ঞান করি ' অমৃত সহরের ছাত্রবর্গ তাঁহার শকট টানিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ষ্টেসন লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল স্থানীয় এস্লাম-সমিতি তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন "ইত্যাকার কার্য্য সম্পাদনে আপনাদের যে ব্যয় হইবে, তাহা আমাকে দান করুন, আমি তাহাতে অধিকতর সন্তোষ লাভ করিব " সেই দিবস তিনি স্থানীয় টাউনহলে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রিত হইলেন। তথায় দেশীয় ও

ইউরোপীয় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল ২৬ শে তারিখ মুসলমান স্কুলের পুরস্কার বিতরণ কার্য্য তাঁহাদ্বারা সম্পাদিত হইল সন্ধ্যাকালে তিনি মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করিয়া টাউনহলে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করত তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ-বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিলেন ঐস্‌লামিক সমিতি হইতে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইল সভাস্থলে তিনি ১৫০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেন সৈয়দ আহ্‌মদ তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন 'আপনাদের এই অর্থ দ্বারা ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিব এবং উক্ত ছাত্রাবাসে ইহ খোদিত থাকিবে যে,অমৃতসহরের অধিবাসী ও ঐস্‌লামিকসমিতির প্রদত্ত টাকাদ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে"

২৭ শে তারিখ অমৃত সহর পরিত্যাগ করিয়া তিনি গুরুদাসপুরে উপস্থিত হইলেন সে স্থানেও যথারীতি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মে অবতরণ করিবামাত্র তিনি পুষ্পমাল্য ও অভিনন্দনপত্রে ভূষিত হইলেন তৎপর ষ্টেসন হইতে তদীয় বন্ধু সর্দ্দার হায়াত খাঁন বাহাদুর সি, আই, এস, মহোদয়ের গৃহে নীত হইলেন অপর দু চারি ঘটিকার সময় স্থানীয় স্কুল গৃহে বক্তৃত প্রদান করিলেন

তদীয় প্রত্যেক বাক্য শ্রোতৃবর্গের অন্তরে উৎসাহ ও নৈতিক সাহস উদ্দীপ্ত করিয়া দিল ২৮শে তারিখে তদীয় আতিথেয় এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিলেন উক্ত ভোজে দেশীয় ও ইউরোপীয় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আহূত হইয়াছিলেন আহারাদি সমাপন হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে তদীয় আতিথেয়-পত্নী কর্ত্তৃক অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইল স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্ত সৈয়দ আহ্‌মদ যে সমুদয় মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, বীরহৃদয়া আদর্শ নারী তৎ সমুদয়ের সম্মান ও স্মৃতিপথে পুনরুদ্দীপনার্থ, একটী মহিলা সমিতির গঠন এবং আলীগড় কলেজের জন্য ৩২৭৲ টাকা সংগ্রহ করিলেন হায়াত খাঁর শিশু সন্তান নিদ্রা-ভিভূত ছিল বলিয়া, হায়াত খাঁন স্বয়ং উক্ত অভিনন্দন পত্র ও সঞ্চিত অর্থ সৈয়দ আহ্‌মদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন সৈয়দ আহ্‌মদ উক্ত টাকা ও অভিনন্দন পত্র অতি আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিয় বলিলেন, "যে সমুদয় মহিলা জাতীয় কলেজের জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করিবেন, আমি এই অভিনন্দন পত্রের প্রতিলিপি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট প্রেরণ করিব" লাহোর পঁহুছিবার পূর্ব্বে তিনি প্রকৃত পক্ষে তাহা করিয়াছিলেন

প্রস্থান সময়ে হায়াত খাঁ তাঁহাকে এক সহস্র টাকা দান করিলেন এবং আরও ৫০০্ শত টাকা দান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন তদ্ভিন্ন গুরুদাস পুরের অধিবাসীদের নিকটও ৮১৯্ টাকা প্রাপ্ত হইলেন সৈয়দ আহ্মদ অন্তরের অন্তস্তল হইতে হায়াত খাঁন ও গুরুদাসপুরবাসীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন অনন্তর সান্ধ্যভোজ উপলক্ষে বহুসংখ্যক হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ সমাগত হইল সৈয়দ আহ্মদ তাঁহাদিগকে সুমধুর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৯ শে তারিখ তিনি অমৃত সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অপরাহ্নে টাউনহলে বক্তৃতা প্রদান করিলেন, এবং ৩০ শে তারিখ লাহোরে উপস্থিত হইলেন রেল ষ্টেসনে ও রাজপথে কিরূপ জনতা হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকগণের নিকট তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার আবশ্যক হইবে না এক কথায় বড় লাট বাহাদুর কোনও স্থানে পদার্পণ করিলে, যেরূপ জনতা হইয়া থাকে দর্শকবৃন্দ যেরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, সৈয়দ আহ্মদের আগমনে সর্ব্বত্র তদপেক্ষা কোনও অংশে কম হইত

না; বরং সেই জনতা সর্ব্বত্রই আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা বিজড়িত ছিল। কপূর্রতলার রাজগৃহ তাঁহার জন্য পূর্ব্বেই সজ্জিত ছিল, সুতরাং তিনি তথায় অবস্থান করিলেন প্রাতঃকাল হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা পর্য্যন্ত দর্শকমণ্ডলী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন ২রা ফেব্রুয়ারী হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইল অপরাহ্নে তাঁহার সম্মানার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে, পার্কার সাহেব কর্ত্তৃক সান্ধ্যভোজের আয়োজন হইয়া, উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি জিলাস্কুল-গৃহে ঐস্লামিক ও ভারত সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করিলেন ভারত-সমিতি তাঁহাকে ১৩৮০৲ টাকা দান করিলেন এবং ঐস্লামিক সমিতি ও লাহোরের অধিবাসিগণের নিকট হইতে তিনি ২০৭৪৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জলন্ধরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্দ্দার বিক্রম সিংহের গৃহে অতিথি হইলেন উক্ত দিবস সন্ধ্যাকালে বিক্রম সিংহের প্রশস্ত গৃহাভ্যন্তরে সুদীর্ঘ ও ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন তথাকার যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক যথারীতি অভিনন্দন পত্র

পদত্ত হইল। তিনিও তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে ত্রুটী করিলেন না। সেই রাত্রিতেই জলন্ধর পরিত্যাগ করিয়া পাতিয়ালা যাত্রা করিলেন। পরবর্ত্তী দিবস প্রত্যূষে পাতিয়ালা উপস্থিত হইলেন। পাতিয়ালার মহারাজার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদীয় বন্ধু প্রধান সচিব উজিরুদ্দৌলা মোদাবেবরুল মুল্‌ক খলিফা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান খাঁ এবং মাশিকুদ্দৌলা মোম্‌তাজুল মুল্‌ক খলিফা মোহাম্মদ সৈয়দ হোসেন খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহার পাতিয়ালা আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক লিখিয়াছেন যে, "এই স্থানে একটী চিত্র দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। সৈয়দ আহ্‌মদ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী একটী বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন করিয়া উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার অনতিদূরে সার সালারজঙ্গ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝটিকাঘাতে তরঙ্গকুল উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, আরোহিপরিপূর্ণ একখানি জলযান মাস্তুল পরিশূন্য হইয়া বারিধিগর্ভে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। অধিকাংশ আরোহী সাগরজলে ঝাঁপ দিয়া উপকূলাভিমুখে সন্তরণ

দিতেছে, একখানি ক্ষুদ্র তরণী তাহাদিগের উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে "এক লক্ষ টাকা" এই বাক্যটী উহার পতাকার উপর অঙ্কিত রহিয়াছে; সৈয়দ আহ্‌মদ বলিতেছেন, 'যথেষ্ট নহে' জনৈক স্বর্গীয় দূত তাঁহার স্কন্ধোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সর সালারজঙ্গের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর" ইহাই চিত্রখানিতে প্রদর্শিত হইয়াছে আমি এই রূপক প্রয়োগের তাৎপর্য্য কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না; সুতরাং প্রধান সচিবকে ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন "মুসলমান কলেজের অবস্থা প্রদর্শন এবং যখন কলেজফাণ্ডে কেবলমাত্র এক লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল, তখন সৈয়দ আহ্‌মদ যে সার সালার-জঙ্গের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির আশায় প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তাহা প্রচার করিবার নিমিত্ত এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে"

সৈয়দ আহ্‌মদ দুই দিবস পাতিয়ালা অবস্থান করিয়া ২৫৬৲ টাকা সংগ্রহ করিলেন। ৬ই তারিখে তিনি মোজাফ্‌ফর নগর উপস্থিত হইয়া নবাব মোহাম্মদ এস্‌হাক খানের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় স্কুলগৃহে বক্তৃতা প্রদান করিয়া ১৯৬৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেন। সেই দিবস অপরাহ্নেই তিনি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া আলীগড় যাত্রা করিলেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলেজের সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বনামখ্যাত সার সালারজঙ্গ তনুত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সৈয়দ আহ্মদ বিশেষ দুঃখিত হইলেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তদীয় পুত্র ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়স্ক নবাব সালারজঙ্গ কলেজ পরিদর্শনার্থ সৈয়দ আহ্মদের গৃহে পদার্পণ করিলেন। পরবর্ত্তী দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা ১৫ মিনিটের সময় কলেজ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, ছাত্রবৃন্দ উচ্চ আনন্দধ্বনি সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল নবাব সালারজঙ্গ পাঠাগার, বোর্ডিং, কলেজের সংস্রবে অন্যান্য সৌধমালা, উপযুক্ত অধ্যাপক সমূহ, পান, ভোজন, বাসস্থান ও শিক্ষাপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

যথাসময়ে সৈয়দ আহ্মদ কর্ত্তৃক অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল। উক্ত অভিনন্দনপত্রে তাঁহার ও তদীয় পিতার যথেষ্ট গুণানুকীর্ত্তন করা হইয়াছিল নবাব সালারজঙ্গ মুসলমান সমাজের ভাবী উন্নতির সমূহ লক্ষণ

দৃষ্টিগোচর করিয়া, আনন্দ প্রকাশ করত বলিলেন "আপনারা অবশ্য শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মহামান্য নিজাম বাহাদুর এই কলেজের বার্ষিক বৃত্তি তিন সহস্র টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন আমি হায়দরাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, এস্থানে যাহা শ্রবণ ও দর্শন করিলাম, তাহা তাঁহার সমীপে বিবৃত করিলে, নিশ্চয়ই তিনি উক্ত বৃত্তি স্থায়িরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন আমি আশা করি, এই বিদ্যালয় ভারতবর্ষে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবে, এবং আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, যিনি এই বৃক্ষটী রোপণ করিয়াছেন, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বহস্তে ফল চয়ন করুন" নবাব সালারজঙ্গের বাক্যে ছাত্রবৃন্দ পরমানন্দিত হইল এবং তাঁহার ভূয়সী গুণানুকীর্ত্তন করিয়া তদীয় দীর্ঘজীবন কামনা করিল সায়ংকালে কলেজ কমিটির সহিত মিলিত হইয়া, প্রায় পঞ্চাশ জন ইংরেজ ও অন্যান্য মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সালার মঞ্জিলে * পান ভোজন সমাপন করিলেন

১৮ই নবেম্বর বড়লাট বাহাদুর লর্ড রিপণ সিমলা

* স্যর সালারজঙ্গের নামানুসারে কলেজের ভোজনগৃহের নাম সালার-মঞ্জিল রাখা হইয়াছে

হইতে আগ্রা গমনকালে, সৈয়দ্ আহ্মদের গৃহে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন উক্ত দিবস মধ্যাহ্নকালেই কলেজ-প্রাঙ্গণে তাঁহার শুভ আগমন হইল হাই-কোর্টের জজ সৈয়দ্ মাহ্মুদ এবং কলেজের অধ্যাপক থিওডোরবেক সাহেব তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন কলেজ কমিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইল উক্ত অভিনন্দন পত্রে কলেজের আয় ব্যয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলা হইল যে, লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় কলেজফাণ্ডে যথেষ্ট টাকা দান করিয়া, আমাদিগকে উৎসাহিত ও আমাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন কলেজের ভিত্তি স্থাপনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ১৮২০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে চলিত বৎসর আমাদের বাৎসরিক আয় ৪৪০০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসর আরও তিন সহস্র টাকা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায় কিন্তু আমাদের বাৎসরিক ৬০০০০৲ টাকা আয়ের আবশ্যক এবং তজ্জন্য আমরা সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতেছি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বাৎসরিক ৪২০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন বর্ত্তমান ছোটলাট

বাহাদুর সার আলফ্রেড্‌লায়েল মহোদয়ের যত্নে বাৎসরিক ১২০০০, টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি সার সালারজঙ্গের ঐকান্তিক যত্নে নিজামষ্টেট্‌ হইতে বাৎসরিক ৬০০০, টাকা অর্পিত হইতেছে শীঘ্রই বার্ষিক আরও তিন সহস্র টাকা বৃত্তি বৃদ্ধির আশা প্রদত্ত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন ভারতীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জনসাধারণ হইতে আশাতীত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আমরা অর্থ সাহায্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১১ জন ছাত্র ও বার্ষিক ৫০০০, টাকা আয় লইয়া স্কুলের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে গত দুই বৎসর যাবৎ বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইতেছে এইক্ষণ ছাত্র সংখ্যা ২৭০ জনে পরিণত হইয়াছে এ যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ৯৬ জন কৃতকার্য্য হইয়াছে কলেজের পক্ষে ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, উত্তরে বুন্দেলখণ্ড দক্ষিণে হায়দরাবাদ ও মহিশূর, পূর্ব্বে কলিকাতা ও পাটনা এবং পশ্চিমে কাটিয়াওয়ার হইতে শিক্ষার্থিগণ আমাদের কলেজে অধ্যয়ন করিতে উপস্থিত হইয়াছে আমাদের ইহাও একটি উদ্দেশ্য যে, ইংলণ্ডে অধ্যয়ন

সমাপ্ত করিবার [redacted] আমরা ছাত্রদল গঠন করিব ইতি পূর্ব্বে পাঁচজন ছাত্র ইংলণ্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত গমন করিয়াছে তন্মধ্যে দুইজন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে যদিও এই কলেজ বর্ত্তমান সময়ে অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে যখন আমাদের আয় আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইবে, তখন আমরা এই কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য ভারতের মহামান্যা সম্রাজ্ঞী সমীপে আবেদন করিতে পারিব বলিয়া ভরসা করিতেছি ”

অভিনন্দনপাঠ সমাপ্ত হইলে, লর্ড রিপণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন কলেজের আর্থিক-সাহায্যকারী ও সহানুভূতি প্রদর্শকগণকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান এবং কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য সমূহের বিষয় পুনরালোচনা করিয়া, সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইলে, লর্ড রিপণ শকটারোহণে সৈয়দ আহ্‌মদের গৃহে গমন করিলেন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে জজ মাহমুদ ও বাম পার্শ্বে সৈয়দ আহমদ আসন পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন পিতা পুত্রের এইরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন অতি বিরল লর্ড রিপণ সৈয়দ আহমদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আগ্রা প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘকাল চাকরীর পর সৈয়দ আহ্মদ পেন্সন গ্রহণ করিয়া আলীগড়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন তদীয় পুত্র সৈয়দ মাহ্মুদ্ তাঁহার জন্য সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান ক্রয় করিয়া, একটী মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন এই স্থানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত হিন্দু, মুসলমান, শিখ্, ইংরেজ প্রভৃতি সকল জাতীয় ভদ্রলোকগণই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন অভ্যর্থনাগৃহের দেওয়ালে সার জনষ্ট্রেচী, সার সালার জঙ্গ, লর্ড লিটন ও নিজাম বাহাদুরের সুচারু বৃহৎ পূর্ণ আলেখ্য অঙ্কিত ছিল তাঁহার উপবেশনপ্রকোষ্ঠ নানা প্রকার পুস্তক ও সংবাদ পত্রে নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিত তিনি বৃদ্ধ বয়সে সারাদিন চেয়ারে বসিয়া, ঐ সমুদয়

পুস্তক ও সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া, সুখে সময় যাপন করিতেন রাত্রি চারি ঘটিকার সময় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধাদি ও পুস্তক পুস্তিকা রচনা করিতেন। অভ্যাগত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ ও কলেজের কর্ত্তব্য কার্য্যাদি, অধিকাংশ সময় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া সমাপন করিতেন তিনি আগন্তুক ব্যক্তিবর্গের সহিত মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব ও রাজনীতি বিষয়ক এবং পারসিক কবিদের উক্তি ও হাস্যোদ্দীপক আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আলোচন করিতেন সৈয়দ আহ্মদ নাতিদীর্ঘ নাতি হ্রস্ব ও দৃঢকায় ছিলেন পূর্ণ যৌবনাবস্থায় তাঁহার শরীরের ওজন কিঞ্চিদধিক তিন মণ তের সের ছিল তিনি সৎসাহসী ও সত্য-বাদী ছিলেন তাঁহার বদনমণ্ডলে সর্ব্বদা উজ্জ্বল দেব প্রতিভা প্রতিভাত হইত তদীয় নেত্র যুগলে দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহাকে দৃঢপ্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী বলিয়া বোধ হইত বাক্যোচ্চারণে তদীয় হৃদয়ের অসামান্য প্রভাব প্রতিফলিত হইত। তিনি সর্ব্বত্র যে সমুদয় ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অটল ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়া গিয়াছে। তিনি অকপট হাস্য হাসিতে এবং সরল কৌতুকে অভ্যস্ত

ছিলেন কখন কখন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, স্বীয় যষ্টি টেবলের নিম্নে লুক্কায়িত রাখিতেন এবং হঠাৎ সর্পের ভাণ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে ভয়প্রদর্শন ও কৌতুক করিতেন ; তৎপর আবার স্বীয় সমাজ সংস্কারের গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন সর্ব্বদা যেসকল লোক সার সৈয়দ আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁহার বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে আসিতেন, তন্মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক বড়ই নিদ্রালু ছিলেন, অথচ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্ত শুনিতেছেন, এইরূপ বলিতেন একদা তাঁহাকে ভদ্রোচিত শিক্ষা প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন ভদ্রলোকটী যেমন তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন, অমনি একটী ভয়ঙ্কর চীৎকারধ্বনি শুনিয়া, সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন কিছুকাল পরে সকলেই দেখিতে পাইলেন, সৈয়দ আহ্‌মদ উচ্চহাস্য হাসিতেছেন তাঁহার এইরূপ শিক্ষা ও কৌতুক বড়ই মনোরম ছিল

সৈয়দ আহ্‌মদ তদীয় সহোদরপ্রতিম কর্ণেল গ্রেহামকে লইয়া প্রায়ই কৌতুক করিতেন। বহুকাল গত হইয়াছে, সৈয়দ আহ্‌মদের একমাত্র স্ত্রী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন তিনি পুনর্ব্বিবাহ করিবেন কি না, গ্রেহাম সাহেব তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে,

তিনি নয়ন সঙ্কেতে তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “আমি বিবাহ করিব, কিন্তু কুমারী ইংরেজ-ললনা হওয়া চাই, যেন আমি অবাধে ইংরেজ সমাজে মেশামিশি করিতে পারি এবং তিনি অশীতিবর্ষ-বয়স্কা ও সমুদয় দন্তবিহীনা হইবেন ” তাঁহার এইরূপ কৌতুকে বন্ধুবর্গ পরম প্রীতিলাভ করিতেন সৈয়দ আহ্‌মদ বাগ্মিতা-শক্তিসম্পন্ন হইয়াই যেন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি অনর্গল বক্তৃতা প্রদান করিতে পারিতেন কর্ণেল গ্রেহাম বলিয়াছেন “বক্তৃতা-প্রদানকালে সৈয়দ আহ্‌মদকে গ্যাড্‌ষ্টোনের ন্যায় প্রতীয়মান হইত শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিত” তিনি বলিতেন “মুসলমান এবং অপরাপর জাতি একই রক্তমাংসে গঠিত সুতরাং সকলেই একই শক্তির নিকট ঋণী ” তদ্ধেতু জাতিভেদ প্রথাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, তিনি মানব-প্রকৃতির প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে দুই মহৎ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া, আপন প্রতিভাবলে সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন পূর্ব্ব ভারতে যে মুসলমানগণ শিক্ষা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা একমাত্র উদারপ্রকৃতি

মহাত্মা হাজি মোহ্‌সেনের অতুলনীয় দানশীলতার ফল পশ্চিম ভারতে যে আজ মুসলমানগণ রাজকার্যে উচ্চ পদ অধিকার করিতেছেন, তাহা সৈয়দ আহ্‌মদের আজন্ম পরিশ্রমের ফল ও সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই নহে

যে বয়সে আমাদের দেশীয় লোক কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই বয়সে সৈয়দ আহ্‌মদ দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া, স্বীয় সংকল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে সমুদয় কার্য্য করিলে, জীবনে প্রকৃত সুখ সম্পদ ও মান সম্ভ্রমের অধিকারী হইতে পারা যায় এবং আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করা যাইতে পারে, তিনি তাহাই করিয়াছিলেন যদিও তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু ইংরেজী ভাষারূপ সমুদ্রে যে বহু মূল্যবান রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই তাঁহার যত্নে সমাজের কল্যাণহেতু উর্দ্দু ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, গণিত, বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গ্রন্থাদি অনুবাদিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে শিক্ষা ব্যতীত শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রকৃত সখ্য স্থাপিত

হইতে পারে না   সেই হেতু তিনি প্রগাঢ় আন্তরিক যত্নসহকারে রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনার্থ সতত চিন্তা করিতেন   প্রকৃত ইংরেজ সর্ব্বত্র ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল   তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজদিগের নিকট আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা কোনও ক্রমে কর্ত্তব্য নহে   স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় কলেজ স্থাপনার্থ সৈয়দ আহ্মদ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষা ঝুলি স্কন্ধে লইতে কুণ্ঠিত হন নাই   আমরা আজ যে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বোর্ডিং প্রথা প্রচলিত দেখিতেছি, ইহা তাঁহার যত্নসম্ভূত কীর্ত্তির স্মরণ স্তম্ভ   হিন্দুগণ বারাণসীতে যে জাতীয় আদর্শ কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও আলীগড় কলেজের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে

আরবীতে একটী কথা প্রচলিত আছে যে "হৃদয়-সাহসের অনুপাত অনুসারে মানবের দুঃখ ও শোকের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে" অর্থাৎ যিনি যত সাহসী হইবেন, তাঁহাকে তত দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে   সৈয়দ আহ্মদ আলীগড় কলেজের বাহ্যিক

ও আভ্যন্তরীণ শ্রীবৃদ্ধির জন্য অসঙ্কুচিত চিত্তে দুঃখ ও সন্তাপের বোঝা মস্তকে ধারণ করিয়া, যেরূপ অকাতরে বহুমূল্যবান্ সময় ব্যয় করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদ উল্লঙ্ঘন করিয়া যেরূপ আরব্ধ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে, তাহাকে অসাধ্য সাধন নামে অভিহিত করা যায় একমাত্র ঐশীশক্তির বলেই যেন তিনি এইরূপ বিরাট ব্যাপার সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ সংস্রবে তদীয় হৃদয়ে এমন গুরুতর আঘাত পতিত হইয়াছিল যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই কলেজ সেক্রেটরীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আলীগড়ের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশোদ্ভব শ্যামবাহারীলাল নামক জনৈক ব্যক্তি, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হেড্ কেরাণীর কার্য্য করিয়া আসিতেছিল তদীয় পিতা পঞ্জাবের তহসিলদার ও অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন তাহার প্রপিতামহ পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের অধীনে মিরমুন্সী ছিলেন। সার সৈয়দ তাহাকে ভদ্রবংশোদ্ভব বিবেচনা করিয়া, ইংরেজী সেরেস্তার হেড্ কেরাণী নিযুক্ত

করিলেন। তাহার নিয়োগের দেড় বৎসর পরে জানা গেল যে, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরীর অবস্থায় তহবিল তসরফ্ অপরাধে তাহাকে কিছুদিন কারাগারে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সৈয়দ আহ্মদ বিবেচনা করিলেন যে, ভদ্রসন্তান যখন একবার শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন পুনর্বার এইরূপ অপরাধে লিপ্ত হইবে না বিশেষতঃ এইস্থানে নগদ সম্পত্তির সহিত তাহার কোনও সংশ্রব নাই সুতরাং কার্য্য হইতে তাহাকে বিদায় দিলেন না সৈয়দ আহ্মদের আজীবন এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি স্বীয় কর্ম্মচারী-দিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন যাহার উপর যে কার্য্যভার অর্পণ করিতেন, সেই কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতেন বাহারীলাল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে চাকরী গ্রহণ করিয়া, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাস পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়াছিল। কলেজের পক্ষ হইতে আমানত ও মূলধনস্বরূপ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে বহুসংখ্যক টাকা গচ্ছিত ছিল মূলধনের উপর বার্ষিক দ্বিসহস্র টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যখন যে টাকার আবশ্যক হইত, চেক্ দাখিল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে তাহা আনা হইত চেক্ বহি সৈয়দ আহ্মদের নিকট

একটি বাক্সে আবদ্ধ থাকিত। আবশ্যক মত হেড্-কেরাণী চেক্‌বহি বাহির করিয়া, চেকের পৃষ্ঠদেশ পূরণ করিয়া লইত এবং সৈয়দ আহ্‌মদের দস্তখত করাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিত। সৈয়দ আহ্‌মদ ইংরেজী জানিতেন না; কিন্তু হেড্ কেরাণীর উপর এতই বিশ্বাস ছিল যে, বিনা বাক্যব্যয়ে চেকের উপর দস্তখত করিয়া দিতেন

সুচতুর কেরাণী বৎসরাধিক কাল বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিল; কিন্তু যখন দেখিল যে, সেক্রেটারী মহোদয় তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তখন হস্ত প্রসারণ করিতে আরম্ভ করিল। চাবি হস্তগত করিয়া তাঁহার অলক্ষ্যভাবে চেক বাহির করিতে লাগিল এবং চেকের উপর তাঁহার নাম জাল করিয়া টাকা আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিল তৎপর সাতজন ট্রাষ্টির নাম জাল করিয়া গচ্ছিত টাকা হইতে ৬৩০০০ টাকা হস্তগত করিল ইহাতেও তাহার লোভতৃষ্ণা নিবারিত হইল না মূলধন হইতে ৪২৫৭০৲ টাকা বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা সুরাপান, কুৎসিৎ আমোদ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার অসৎকার্য্য করিতে লাগিল সার সৈয়দ আজীবন কল্পনাতীত উদ্যমবলে ও অপরিমিত কষ্ট

সহিষ্ণুত গুণে, যে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, নরাধম, পিশাচহৃদয় পামর যেন মুহূর্ত্তমধ্যে, তাহা অতল সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিল কলেজের ও মোস্লেম সমাজের বিষম শত্রু পশ্বধম শ্যামবাহারী ভবিষ্যৎ অর্থসাহায্য সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল অসৎ কার্য্য বহুদিন গোপন থাকিতে পারে না ক্রমে ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা ও চতুরতা প্রকাশ হইয়া পড়িল সার সৈয়দ এই সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিলেন বাহারীলাল তৎক্ষণাৎ ধৃত হইল পাপিষ্ঠ বুঝিতে পারিল যে, এবার আর রক্ষা নাই, তখন হাজত অবস্থায় হলাহল পান করিয়া পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িল।

পৃথিবীতে উদারপ্রকৃতি সরলচিত্ত মহাপুরুষগণ এইরূপে প্রতারিত হইয়া থাকেন সৈয়দ আহ্মদ আজীবন সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন সেই উজ্জ্বল সরলচিত্ততা বশতঃই সর্ব্বসাধারণে তাঁহার সম বিশ্বাস ছিল। আজ সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, বিশ্বাসঘাতক বাহারীলাল মুসলমান সমাজের, এমন কি হিন্দুসমাজেরও মহান্ অনিষ্টসাধন করিয়া বসিল। সার সৈয়দ বহুকাল ব্যাপিয়া এক এক বিন্দু

জলসংগ্রহ করত মুসলমান-সমাজের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণার্থ যে সুবৃহৎ জলপাত্র পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, আজ শ্যামের শ্যামদণ্ড প্রহারে তাহা চূর্ণীকৃত হইয়া গেল

যিনি প্রকৃত বীরপুরুষ, তিনি সকল আপদ বিপদ তুচ্ছ করিয়া সতত কর্ত্তব্য পালনে রত থাকেন বাহারী লালের বিশ্বাসঘাতকতায় সৈয়দ আহ্মদের হৃদয়ে যে বিষম শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি অবিচলিত চিত্তে নীরবে তাহা সহ্য করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ কলেজ সংক্রান্ত যাবদীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। বিধির বিধান-মর্ম্ম ভেদ করা অসাধ্য। সৈয়দ আহ্-মদের হৃদয় হইতে বাহারীলালের আঘাত মুছিয়া যাইতে না যাইতেই তিনি আর একটী অসহনীয় দুঃখে জড়িত হইলেন

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তদীয় পুত্ররত্নের চরিত্র দোষ জন্মে তদ্দরুণ তাঁহার হৃদয় হইতে শান্তি-সুখ একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেই ভীষণ দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অবিরত দুঃখানলে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইতে লাগিল এইরূপ দুঃসহ আন্তরিক যাতন

সত্ত্বেও কদাপি আক্ষেপসূচক বাক্য তাঁহার মুখনিঃসৃত হইতে, কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই

মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে তিনি অপরের সহিত কথোপকথন বন্ধ করিয়াছিলেন আবশ্যক প্রশ্নের উত্তরে হাঁ, অথবা না, ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলিতেন না তদীয় বন্ধুবর্গ তাহার ঈদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া শোকে ম্রিয়মান হইলেন। নবাব মোহ্‌সেনুলমুল্‌ক তাঁহার পার্শ্বে নিরাশ হৃদয়ে বসিয়া থাকিতেন এক দিবস সৈয়দ জয়নাল আবেদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি হেতু অহরহ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন?"—তদুত্তরে তিনি বলিলেন "এমন সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে যে, অনন্ত কালের জন্য নীরব থাকিতে হইবে; সুতরাং এইক্ষণ হইতে আমার তদভ্যাসে নিযুক্ত থাকা উচিত" তাঁহার এইরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তনের সময়ও তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে সুবৃহৎ এক প্রবন্ধ রচনা করেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ তাঁহার প্রস্রাব বন্ধের লক্ষণ দৃষ্ট হইল আলীগড়ের সিভিলসার্জ্জন বিশেষ মনোযোগ সহকারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন মিরাটের প্রসিদ্ধ ডাক্তারকেও আনয়ন করা হইল। কিন্তু পার্থিব চিকিৎসক কি করিবে? তাঁহার শেষ সময়

নিকটবর্ত্তী ২৬ শে মার্চ্চ তারিখ সন্ধ্যার সময় দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল ২৭ শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে দুঃসহ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। উক্ত দিবস সায়ংকালে তিনি কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইলেন পীড়িতাবস্থায় সৈযদ আহ্‌মদ সর্ব্বদা "পরমেশ্বরই আমার জন্য যথেষ্ট" কোর্‌আণের এই বাক্যটী পাঠ করিতেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও কোর্‌আণস্থিত পবিত্র বাক্যোচ্চারণ করিতে বিস্মৃত হন নাই জ্বরের প্রকোপে অধিকক্ষণ তাঁহার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হইয়া উঠিল ক্রমে মৃত্যুর সমুদয় লক্ষণ প্রকাশিত হইল তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় হাজি ইস্‌মাইল খাঁর গৃহে মানবলীলা সংবরণ করিলেন তদীয় মৃত্যুসংবাদ তড়িদ্বেগে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। পরবর্ত্তী দিবস অগণিত হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান তাঁহার মৃতদেহ চিরকালের জন্য দর্শন করিয়া, নয়ন তৃপ্ত করিবার মানসে সমবেত হইল অপরাহ্ণ ৫ টার সময় ধর্ম্ম বিধান মতে শবদেহ মদ্রাসাতুলউলুমের উত্তর পার্শ্বে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইল

ভারত-মোস্লেম-মণি, মোস্লেম আদর্শ যিনি,
তিমির মৃত্তিকাগর্ভে হ'লেন বিলীন,
বিচ্ছেদ-কালিমারেখ, মোস্লেম হৃদয়ে আঁকা,
সান্ধ্য কৃষ্ণ-কসিবৎ রবে চিরদিন



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভারতীয় মুসলমানদিগের জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র আলীগড় কলেজ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে পরলোকগতা মহারাণীর জন্মোৎসব দিনে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় যত দিন জগতে মহৎ কার্য্যের আদর থাকিবে, ততদিন স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মহাত্মা সার সৈয়দ আহ্মদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই কলেজ, ভারতবক্ষে জ্ঞানালোক বর্ত্তিকার ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়, জন সাধারণের মনোমন্দির আলোকিত করিবে মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠে উপদেশ প্রদান ও লোকচরিত্রের বিশুদ্ধ পথ প্রদর্শন করে তাঁহাদের কার্য্যাবলী ঘোর তিমিরাবৃত অগাধ সমুদ্রে আলোক স্তম্ভের ন্যায় কার্য্যকরী উহা নিৰ্জ্জীব হৃদয়ে

জীবনী শক্তি ও হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে আলীগড় কলেজের ন্যায় বহু ব্যয়সাধ্য উচ্চ অঙ্গের একটী কলেজ, এতাবৎকাল প্রশংসা ও সুশৃঙ্খলা সহকারে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে, ইহা যথার্থই গৌরবের বিষয়

পূর্ব্ববঙ্গবাসী মুসলমান সাধারণতঃ আত্মশক্তিতে সন্দিহান, তন্নিবন্ধন তাঁহারা উন্নতি বিষয়েও পশ্চাৎপদ তাঁহারা যদি স্বীয় কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক, পশ্চিম দেশীয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে আদর্শ স্থানীয় করিয়া শিক্ষাপথে অগ্রসর হন, তবে যে তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে, আমি তাঁহাদিগকে প্রাগুক্ত মহাত্মার জীবনের প্রধানতম কার্য্য আলীগড় কলেজের আভ্যন্তরীণ দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি

আলীগড় কলেজ তন্নামক সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী একটী বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই মাঠের ন্যায় সুদৃশ্য, সুবিস্তীর্ণ ও স্বাস্থ্যকর মাঠ এত দেশে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না ইহার স্থানে স্থানে নিম্ব ও আম্রবৃক্ষ সুসজ্জিত ভাবে থাকিয়া দর্শক-নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে মাঠের মধ্য দিয়া কলেজে

গমনাগমনের যে সকল রাস্তা রহিয়াছে, তাহাদের উভয় পার্শ্ব বিবিধ বৃক্ষে সুশোভিত কলেজ ও কলেজের সংস্থষ্ট অট্টালিকাগুলি, সমগ্র প্রান্তর খানিকে একটী সহরের ন্যায় সজ্জিত করিয়া রাখিযাছে

কলেজ কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিবার দ্বার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দ্বারের শিরোভাগে এবং উভয় পার্শ্বস্থ স্তম্ভে, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় কলেজের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী খোদিত আছে ভিতরে প্রবেশ করিয়াই পথের পশ্চিম পার্শ্বে একটী সুরম্য অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে অতিথিশালা (Guest house) বলা হয় সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ আগন্তুকেরা এখানে অবস্থান করেন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, আর একটী সুবৃহৎ সিংহদ্বার নয়নপথে পতিত হয় ইহাকে প্রধান দ্বার (Main gate) বলা হয় উক্ত দ্বারের মধ্য দিয়া গমন করিলে, সম্মুখে নানাপ্রকার বৃক্ষ ও পুষ্প পরিশোভিত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এক সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন প্রকার অট্টালিকা দণ্ডায়মান। তথা হইতে বহির্গত হইবার জন্য অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্য দিয়া উত্তর দিকে একমাত্র দ্বার রহিয়াছে উহা সার সৈয়দকোর্ট নামে পরিচিত উত্তর পার্শ্বস্থ ও পূর্ব্ব

পার্শের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রকোষ্ঠগুলিতে কলেজ ক্লাসগুলি বসে এই ক্লাসগুলির মধ্যে নিজাম মিউজিয়াম্‌, ষ্ট্র্যাচি হল, লিটন লাইব্রেরী ও প্রধান অধ্যাপকের প্রকোষ্ঠ দর্শনযোগ্য স্থান ষ্ট্র্যাচি হল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইহাতে বড় বড় ভোজ (Dinner), যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী বালকদিগের ভোজ, কোনও সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে ভোজ, বা ছাত্র-বৃন্দের সন্তুষ্টি সাধন নিমিত্ত কোনও সদাশয় ব্যক্তির প্রদত্ত ভোজ, বৃহৎ সভা যেমন ভিত্তি স্থাপন দিনের সভা, কোনও উচ্চপদস্থ লোককে অভিনন্দন পত্র প্রদান উপলক্ষে বা কলেজের সাধারণ বৃহৎ সভা সমূহ আহূত হইয়া থাকে সার সৈয়দকোর্ট অতিক্রম করিলে, সৈয়দ মাহ্‌মুদকোর্ট পাওয়া যায়, ইহাও সর্ব্বাংশে সার সৈয়দকোর্টের ন্যায় কেবল মাত্র প্রকোষ্ঠগুলির ছাদ ইষ্টক নির্ম্মিত নহে।

এতদ্ব্যতীত কলেজ-ষ্টুডেণ্টদিগের জন্য আরও দুইটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যথা সাহেব বাগ ও মিণ্টো সার্কেল সাহেব বাগ একটী সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ইহার সম্মুখেই সৈয়দ মাহ্‌মুদের একমাত্র পুত্র, ও বিধবা পত্নীর দ্বিতল বাড়ী। অল্প দিন হইল মিণ্টো সার্কেল

নির্ম্মিত হইয়াছে উহা সাব সৈয়দকোর্ট হইতে ২০ মিনিট পথ দূরে এই স্থান কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও মনোহর মোম্‌তাজ হাউস, ফুলার হাউস, ইংলিশ হাউস ও জহুরহোসেন ওয়ার্ড প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। জহুরহোসেন ওয়ার্ডে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ বাস করিয়া থাকে তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী ও ভৃত্য নিযুক্ত আছে সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মাতা পিতা সন্তানাদির জন্য যে পরিমাণ যত্ন নেন, এস্থানে তদপেক্ষা কোনও অংশে কম যত্ন নেওয়া হয় না গবর্ণমেণ্ট, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় রাজন্যবর্গ, ভূম্যধিকারিবৃন্দ, ও অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের বদান্যতাই কলেজের সর্ব্ব-প্রধান অবলম্বন এতদ্ব্যতীত কলেজের স্থায়ী আয়ের পরিমাণও কেবল কম নহে কিন্তু, কলেজের ব্যয়ের পরিমাণ বিস্ময়জনক প্রতিবৎসর অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সংখ্যা গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কলেজেই এত বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নাই বর্ত্তমান সময় কলেজষ্টাফ্ বিংশতিসংখ্যক অধ্যাপকে গঠিত ইঁহাদের মধ্যে তিনজন অধ্যাপক আরবী ও

পারসীর, একজন সংস্কৃতের, পাঁচজন ইংরেজী সাহিত্যের, তিনজন গণিতের, দুইজন ইতিহাসের, একজন রসায়ন শাস্ত্রের, দুইজন দর্শনের, একজন স্বাস্থ্যতত্ত্বের ও দুইজন ব্যবস্থাশাস্ত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছেন বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিপত্তির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন ইঁহাদের বেতনের হার অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট কলেজের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম হইলেও প্রাইভেট কলেজের পক্ষে অত্যন্ত বেশী।

প্রধান অধ্যাপক যেমন কলেজের সর্ব্বোচ্চ প্রভু, সেইরূপ টিউটারও বোর্ডিং হাউসের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা ইঁহার নিকটেই কোনও গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে ইনি সাধরণতঃ একজন উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মঠ ও সচ্চরিত্র অধ্যাপক ইদানীং ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহ্‌মদ (P H D. র াংলার কেম্ব্রিজ উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহার গুণগ্রাম ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় নূতন করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। ইঁহার অধীনে প্রত্যেক বোর্ডিং হাউসের জন্য একজন সহকারী টিউটার নিযুক্ত আছেন তিনি স্বয়ং বোর্ডিং হাউসে অবস্থান করিয়া, মনিটার ও চাকরদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন ছাত্রদিগের মধ্যে সামান্য গোলযোগ উপস্থিত

হইলেই তিনি মীমাংসা করিয়া দেন তাঁহার মীমাংসার বিরুদ্ধে টিউটারের নিকট আপিল করিতে হয় সহকারী টিউটারও কার্য্য সবররাহকারী মনিটার ব্যতীত, প্রত্যেক ছাত্রনিবাসে এক একজন প্রেয়ার মনিটার আছেন তাঁহারা মসজিদে ছাত্রদিগের নামাজে যোগদানের উপস্থিতি ডাকিয় থাকেন কোনও ছাত্র নামাজে অনুপস্থিত থাকিলে, প্রেয়ার মনিটার তাহার বিরুদ্ধে সহকারী টিউটারের নিকট রিপোর্ট করেন তিনি তাহার বিচার করিয়া যথোচিত শাস্তিবিধান করেন

বোর্ডিংহাউসে ছাত্রদিগকে দুই বেলা আহার প্রদত্ত হইয়া থাকে উক্ত কার্য্যের জন্য উচ্চপদস্থ দুই জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন একজনের উপাধি প্রোক্টার ও অপর জনের উপাধি হেকিম প্রোক্টার সাহেব ছাত্রদিগকে ডাইনিং হলে ভর্ত্তির অনুমতি প্রদান করেন হেকিম সাহেব খাদ্যের ব্যবস্থা ও খাদ্য প্রস্তুতের আদেশ পত্র রন্ধনশালায় প্রেরণ করিয়া থাকেন। আলীগড় কলেজের বিশেষত্ব এই যে, এই স্থানে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা সমভাবে প্রদত্ত হয়। "শারীরিক শক্তিই যুবকের গৌরব", মহাজ্ঞানী সোলেমানের এই সারগর্ভ বাক্যের

তাৎপর্য্য আলীগড় পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছে যাহাতে শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তির সম্যক্ বিকাশ হয়, তজ্জন্য এইস্থানে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নানা প্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়ার বন্দোবস্ত আছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস্, ব্যাড্‌মিণ্টন ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি ক্রীড়া রীতিমত হইয়া থাকে। প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকগণ প্রায়ই খেলায় যোগদান করিয়া ছাত্রদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কলেজের ছাত্রদিগকে রীতিমত উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মালোচনায় যোগদান করিতে হয়, এমন কি, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক পরীক্ষাও দিতে হয়। কৃতী ছাত্রদের জন্য যথোচিত পুরস্কারের বন্দোবস্ত আছে। ধর্ম্মালোচনার ক্লাসে কোনও ছাত্র অনুপস্থিত থাকিলে, অন্যান্য ক্লাসে তাহার সারাদিনের উপস্থিতি গণনা করা হয় না।

এইক্ষণ কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আহ্‌মদ চরিত সমাপ্ত করিব। কলেজের প্রত্যেক ছাত্র রীতিমত স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য। কোন রূপ আলস্য করিয়া বা ফাঁকি দিয়া কলেজের হাজিরা বহিতে উপস্থিত থাকিলে চলে না। স্কুলের ছাত্র-বর্গের ন্যায় এখানে সকলকেই ক্লাসের পড়া জিজ্ঞাসা করা

হয় এবং যতক্ষণ কোনও বালক কোনও বিষয় সম্যক্‌-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, ততক্ষণ অধ্যাপকগণ যত্নসহকারে তাহা বুঝাইয়া দেন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি বা অন্যান্য কলেজের ন্যায় কেবল বক্তৃতা দেওয়াই অধ্যাপকগণের কর্ত্তব্য নহে ছেলের সকল বিষয় বুঝিতে পারিল কি না, তাঁহারা তাহাই মনোযোগ সহকারে দেখিয়া থাকেন সাহিত্যাদিতে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য কতকগুলি সমিতি গঠিত আছে, যথা 'রচনা লিখন সমিতি', 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ সমিতি' ইত্যাদি ফলতঃ বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে পরিচালিত কলেজে যত দূর উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এখানে তাহা দেওয়া হইয়া থাকে ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, উক্ত কলেজ ভারতবর্ষে সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট।

—ঃ০ঃ—

বহুদিন পর মৎপ্রণীত আহ্‌মদ চরিতের মুদ্রাঙ্কন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এমন সময়ে সার সৈয়দ আহ্‌মদের জীবনকালের উর্দ্দু ভাষায় লিখিত এক খানা পত্র প্রচারিত হইতে দেখিলাম। কি উদ্দেশ্যে তিনি সময় সময় ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, উক্ত পত্র খানিতে তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির সহিত তাহা সংযোজিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং নিম্নে পত্রখানির সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল ঃ

"আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ ও উপস্থিত জানিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, পবিত্র কোর্‌আণ, হাদিস্ ও

ব্যাকরণে ব্যাখ্যাত সমুদয় নাম ও গুণসহ তিনি অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনন্ত সমুদয় নবী ও রসুল তাঁহার নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত তাঁহাদের কল্যাণে আমরা খোদাত আলার সন্তোষ ও অসন্তোষের হেতু এবং আমাদের পরিত্রাণের পথ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি হজরত মোহাম্মদের সমুদয় আদেশ সত্য ও ন্যায়ানুমোদিত মণ্ডলীর যে সমুদয় বিজ্ঞ ব্যক্তি হাদিসের বিচার এবং যে সকল মোজ্‌তাহেদ্‌গণ * ধর্ম্মবিধানের নির্ঘণ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাজন হজ্‌রতের মৃত্যুর পর যথাক্রমে চারি খলিফার খেলাফৎ ন্যায্য সমস্ত সাহাব † ও তাবেয়ীন ‡ দিগের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ এবং ওম্মতের অলীদিগকে পরমপবিত্র ও পথপ্রদর্শক বলিয়া মান্য করি তৎকারণে আমার সমসাময়িক আলেম ও মোহাদ্দেস্ § দিগের মধ্যে যে মহাত্মা দিল্লী নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, "আসারুস্‌সানাদীদ"নামক পুস্তকে আমি তাঁহার প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছি আমি সনাতন এস্‌লাম ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিপরীত যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছি,

---

* অনুসন্ধানকারী † হজরত মোহাম্মদের সহচরগণ
‡ আজ্ঞাধীন বা অনুচর § হদিস্ শিক্ষাদাতা

(পরমেশ্বর ক্ষমা করুন) তৎসমুদয় ভুল ও মিথ্যা যে খোদা সুবিশাল নভোমণ্ডল, সুবিস্তৃত ধরিত্রী এবং নানাবিধ মিশ্র ও অমিশ্র পদার্থ সৃজন করিতে সমর্থ, তিনি কিরূপে স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি অপার্থিব পদার্থের সৃষ্টিকরণে অপারগ হইবেন? জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পার্থিব উপভোগ্য সুখদুঃখাদি এবং পারলৌকিক পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করিতে কিরূপে অসমর্থ হইবেন? যে মহাশক্তির ইঙ্গিতক্রমে কোটি কোটি প্রকারের পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভব্য অথচ দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্ত কঠিন, তরল, স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের সৃজনে যিনি পূর্ণক্ষম, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ স্বর্গীয় দূত বা জেন সৃষ্টি করিতে কিরূপে অক্ষম? সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অধীন হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের উৎকর্ষ ও বুদ্ধির প্রখরতা সাধন করিয়া, আমরা নিত্য নিত্য কত অভাবনীয় গুঢ়-তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছি, বিজ্ঞানবলে কত অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া তুলিতেছি, সেই সৃষ্টি-কর্ত্তা মহাপ্রভুর নিকট কি এতদপেক্ষা অধিক শক্তি সঞ্চিত থাকা অসম্ভব? আমরা প্রত্যহই স্বভাবের সনাতন ধর্ম্মের কত আশ্চর্য্যজনক ব্যভিচার প্রত্যক্ষ

করিতেছি যিনি প্রকৃতিকে তাহার নিয়মিত কার্য্যে সংযুক্ত করিয়াছেন, তিনি সেই স্বকৃত বিধানের বিপরীত কার্য্য করিতে সমর্থ, এই প্রকার ঘটন তাহার প্রমাণ-স্বরূপ। জড়জগতের নৈমিত্তিক ঘটনাসমূহের মধ্যে এইরূপ অশেষবিধ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বোদ্‌ঘাটন করিতে সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনাদি অক্ষম সুতরাং এই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা ঐহিক, পারলৌকিক ও অনৈসর্গিক সমুদয় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা দীনহীন মানবের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইবে? অতএব খোদা ও রসুলের উক্তি—আমরা তাহা বুঝিতে পারি বা না পারি—সমস্তই সত্য

তাঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়াসম্বন্ধেও এই প্রকার অন্ধবিশ্বাস থাকা কর্ত্তব্য। আমাদের ইহলোকের উন্নতিসাধন করা বিশেষ প্রয়োজন বিজ্ঞান ও দর্শন আজ পৃথিবীতে যে সকল অঘটন ঘটাইতেছে, লোকমাত্র তাহা পরিজ্ঞাত আছে সমাজকে বর্ত্তমান অবনতির গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, আমি অত্যধিক অধীর হইয়া পড়ি আমার সেই ব্যাকুলতার ফলে কলেজাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিন্তু বাহ্যদর্শী লোকেরা

ইহার বিরুদ্ধে ভয়ানক কঠোরতা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল; তৎকারণে আমিও বক্তৃতা এবং পুস্তকের সাহায্যে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দও উন্নতি সোপানে উত্থিত হইতে সমর্থ হয় এবং তাহাদের "অভাবে স্বভাব নষ্ট" না হয়, ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের জন্য খোদাতাআলাই যথেষ্ট এবং তদ্ভিন্ন সমুদয় বৃথাশা মাত্র "